ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

চতুর্দশ-অষ্টাদশ অধিবেশন

১৭ মে ২০১৮[১]

---

১ পরিমার্জিত সংস্করণ (২০ মে ২০১৮)

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন

উপদেষ্টা

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান

জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা

অমিত সরকার, এ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
নিহার রঞ্জন রায়, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
মোরশেদা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা

দেওয়ান মোহাম্মদ শোয়াইব (খন্ডকালীন)
আশফাকুজ্জামান চৌধুরী (খন্ডকালীন)
ইকরা শামস চৌধুরী (খন্ডকালীন)
সাঈদা বিনতে আসাদ (খন্ডকালীন)

কারিগরি সহযোগিতা

আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি; এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা

তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসিসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র **পৃষ্ঠা নম্বর**

মুখবন্ধ ৬
টীকা ৭

অধ্যায় এক: ভূমিকা ৯
প্রসঙ্গ কথা
গবেষণার পটভূমি
গবেষণার উদ্দেশ্য
তথ্য উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি
গবেষণার সময়

অধ্যায় দুই : দশম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী ১১
দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের কার্যকাল
স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন
দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

অধ্যায় তিন : সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট ১৩
সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতি
সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি
বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি
প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি
মন্ত্রীদের উপস্থিতি
সংসদ বর্জন
ওয়াকআউট
কোরাম সংকট

অধ্যায় চার : আইন প্রণয়ন ১৫
আইন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময়
চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে পাসকৃত বিল
উল্লেখযোগ্য সরকারি বিল
বেসরকারি বিল
আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ওয়াক আউট
আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক
আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ
আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা
বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময়
বাংলাদেশে বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়া ও এর সীমাবদ্ধতা
বাজেট আলোচনার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় পাঁচ : জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় সংসদ ১৯
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৭ অনুযায়ী আলোচনা)
সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু
বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা
বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা
অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময়
অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়
মূলতবি প্রস্তাব
মূলতবি নোটিসের সংখ্যা
মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা
বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কার্মপরিধি ও ক্ষমতা
অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা
দশম সংসদের স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম
কমিটি গঠন
কমিটির বৈঠক
কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি
সংসদীয় কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশের বাস্তবায়ন
আইন প্রণয়নে কমিটির ভূমিকা
কমিটির প্রতিবেদন
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় ছয় : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ ও আলোচনা **২৯**
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ব্যয়িত সময়
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাবে সংসদ নেতার বক্তব্য
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাবে বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় সাত: সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা: স্পিকারের ভূমিকা ও সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার **৩১**
স্পিকারের ক্ষমতা
সংসদের সভাপতিত্ব
সংসদ সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা
স্পিকারের রুলিং
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় আট : জেন্ডার প্রেক্ষিত: সংসদে নারী সংসদ সদস্যের ভূমিকা **৩৩**
নারী সদস্যদের উপস্থিতি
প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ
আইন প্রণয়নে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণ
অন্যান্য কার্যক্রম

সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় নয় : উপসংহার ও সুপারিশমালা **৩৬**
সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা
অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ
সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

পরিশিষ্ট (১-১০) ৩৯

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)'র অন্যতম লক্ষ্য হল সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা।

সংসদীয় গণতন্ত্র এবং জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন (২০০১) থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এই প্রতিবেদনটি 'পার্লামেন্টওয়াচ' ধারাবাহিকের চতুর্দশ এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর চতুর্থ প্রতিবেদন।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার এবং প্রতিটি বিল পাসের গড় সময় তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস উত্থাপন করে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলের বক্তব্যে আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির উল্লেখসহ বাজেটে প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর গঠনমূলক সমালোচনার মতো ইতিবাচক বিষয়ও লক্ষণীয়।

অন্যদিকে কোরাম সংকট, আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ হওয়ার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের হার পূর্বের মতই কম। আইন প্রণয়নে সদস্যদের বিশেষ করে সরকার দলীয় সদস্যদের কম অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যত্যয় এখনও বিদ্যমান। অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে এবং গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়। নারী সদস্যের উপস্থিতি পুরুষ সদস্যের তুলনায় বেশী হলেও আলোচনায় অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপিত হয় নি। বিরোধী সদস্যগণের মতামত ও প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় নি। তাছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা এবং সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত ও কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ লক্ষণীয়। সর্বোপরি সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনে প্রধান বিরোধী দলের তথা সংসদের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত ঘাটতিসমূহ দূর করার উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে এই প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট সকল মহল যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে। প্রত্যক্ষভাবে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং সংসদ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন মোরশেদা আক্তার, নিহার রঞ্জন রায় ও অমিত সরকার । গবেষণা তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা, পরিমার্জন ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার জুলিয়েট রোজেটি। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. ওয়াহিদ আলম প্রতিবেদন প্রণয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা দলকে পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সংসদীয় শব্দকোষ

স্পিকার: স্পিকার অর্থ সংসদের স্পিকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পিকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি।

মন্ত্রী: মন্ত্রী বলতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

সদস্য: সদস্য বলতে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যকে বুঝানো হয়েছে।

বেসরকারি সদস্য: বেসরকারি সদস্য অর্থ সংসদের ঐ সকল সদস্য যারা মন্ত্রী নন।

কার্যপ্রণালী-বিধি: কার্যপ্রণালী-বিধি বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি বোঝানো হয়েছে।

অধিবেশন: অধিবেশন অর্থ সংসদ আহ্বান করার প্রথম দিন হতে একটি নির্ধারিত দিন পর্যন্ত বৈঠকের সময়সীমা যা কার্য উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়।

বৈঠক: বৈঠক অর্থ সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটির বা উপ-কমিটির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল।

ফ্লোর আদান-প্রদান: বলতে একজন সদস্যকে মাইকে কথা বলতে দেওয়ার পর আরেক জনকে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

বুলেটিন: বুলেটিন অর্থ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন বোঝানো হয়েছে।

এক্সপাঞ্জ: এক্সপাঞ্জ বলতে সংসদের কার্যবিবরণী থেকে বাতিল করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন: কার্যপ্রণালী বিধি ৮ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে যেকোনো সংসদ সদস্যের লিখিত নোটিসের প্রেক্ষিতে অন্য একজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি অধিবেশনে পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়।

বিলের প্রকারভেদ ও পাসের প্রক্রিয়া: আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে 'বিল' বলে। উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি বিল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিল ও (২) বেসরকারি বিল - মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের পর কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, আবার কমিটিতে না পাঠিয়েও বিল পাস করা হয়। তবে বিল পাসের পূর্বে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। সংসদে কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের পরেই তা অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

সংশোধনী বিল: কোনো আইনের কোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন প্রয়োজন হলে তা যুক্ত করে সংশোধনী (খসড়া) বিল হিসেবে সংসদে উত্থাপন করা হয় পাসের জন্য।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব: সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ চলাকালে সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আধা ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদ চলাকালে শুধুমাত্র বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে।[২]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব : সংসদে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।[৩] যেদিন প্রধানমন্ত্রী ৩০ মিনিট প্রশ্নের উত্তর দেন সেদিন পরবর্তী এক ঘণ্টা অন্য মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতিটি মূল প্রশ্নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মূল প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সদস্যরা সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব : কার্যপ্রণালী বিধি ১৩০ অনুযায়ী যেকোন সংসদ সদস্য সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। ১৩৩ বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রস্তুবের নোটিসের বিষয় সরকারের দায়িত্বাধীন বা আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

সাধারণ আলোচনা: কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সংবিধান বা এই সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্পিকারের সম্মতিক্রমে সংসদে আলোচনা হতে পারে। ১৪৮ বিধি অনুসারে আলোচনার প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কোন ঘটনা হতে হবে।

জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস: জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ অনুযায়ী কোন জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোন সদস্য অন্যূন আরও পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষর এবং বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উত্থাপনের অন্যূন ২ দিন পূর্বে সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

---

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*

[৩] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*।

৭১(১) এর বিধান সাপেক্ষে স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোনো সদস্য যেকোনো জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোনো মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিস দিতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণ এসব নোটিস থেকে স্পিকার কোনো কোনো নোটিস গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। যেসব নোটিস গৃহীত হয়, তার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিবৃতি দান করতে পারেন।

উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য ৭১-ক বিধি অনুসারে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে এই পর্বের মোট সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত হবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যত জন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব তত জনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধির ৬১ বিধি অনুসারে স্পিকারের সম্মতি নিয়ে সমকালীন জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি রাখার প্রস্তাব সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কার্যপ্রণালী বিধি ৬৩-এ উল্লেখ করা আছে (সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কিত হতে হবে, একই অধিবেশনে অন্য কোনো পর্বে আলোচিত হয়নি এমন বিষয় হবে, বাজেট আলোচনার মধ্যে মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না, আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় হতে পারবে না, রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষ করা যাবেনা ইত্যাদি)। ৬৫ বিধি অনুসারে স্পিকার সদস্যদের নোটিসের বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করে সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। অথবা তিনি ৬৬ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নোটিসের ওপর আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবি করার প্রস্তাব অধিবেশনে ভোটের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন।

অনির্ধারিত আলোচনা: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্য উক্ত সময়ের আলোচিত বা অন্য যেকোন বিষয় নিয়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা: সংবিধানের ৭৩-এর ৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণের পর উক্ত ভাষণ নিয়ে সদস্যরা আলোচনা করবেন।

সংসদে সদস্যদের ভাষার ব্যবহার: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৭০-এর ৬ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতার সময় কোনো আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না এবং ৯ উপবিধি কোনো বিতর্কে অসৌজন্যমূলকভাবে কোনো সদস্যের উল্লেখ করবেন না ও সংসদ বিগর্হিত কোনো কথা বলার অনুমতি তাঁকে দেওয়া যাবেনা।

সংসদ বৈঠক চলাকালীন পালনীয়: বিধি ২৬৭ এর ২ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতাকালে তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল উক্তি বা গোলমাল সৃষ্টি বা অন্য কোনোরুপ বিশৃঙ্খল আচরণ দ্বারা বাঁধা প্রদান করবেন না; ৪ উপবিধি অনুসারে সভাপতি এবং বক্তৃতারত কোনো সদসস্যের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাচল করবেন না; ও ৮ উপবিধি অনুসারে স্পিকার কর্তৃক সংসদে ভাষণ দানকালে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করবেন না; সংসদে বক্তৃতা ব্যতিরেকে নীরবতা পালন করবেন।

স্পিকারের দায়িত্ব: বিধি ১৪ অনুসারে সকল বৈধতার প্রশ্ন নিস্পত্তি করবেন, বিধি ১৫ অনুসারে কোনো সদসস্যের বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অধিবেশন থেকে বহিস্কার করতে পারবেন, বিধি ৩০৩ অনুসারে সংসদের শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন, ৩০৭ অনুসারে সংসদে বিভিন্ন বিতর্কে অবমাননাকর বা অশোভন বা সংসদ রীতি বিরোধী বা অমর্যাদাকর সকল শব্দ নিজ ক্ষমতাবলে বাতিল করতে পারবেন।

কোরাম সংকট: সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম উপস্থিত না হলে একে কোরাম সংকট বলা হয়। সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু করার জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়।

সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা: কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৪]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৫] হলো - খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করা; জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নগুলোর মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

[৪] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬।

ভূমিকা

প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় সংসদ হলো জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মৌলিক অঙ্গ। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে সংসদে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[৬] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে আইপিইউ (ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন) এবং ১৯৭৩ সাল থেকে সিপিএ (কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন)-র সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য হল, দেশের উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত করা। বিশ্বব্যাপি প্রায় ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন ৮০টিরও বেশী দেশের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন, জনগণের কাছে সংসদের জবাবদিহিতা, আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ, সংসদীয় কার্যক্রমের তথ্যের অভিগম্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সংসদীয় কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ করে থাকে।

সংসদীয় উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা"-র লক্ষ্য ১৬-তে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য জনগণের তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার উল্লেখ করা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ)-র বিভিন্ন দেশের সংসদ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচার, বিভিন্ন সংসদের ইতিবাচক চর্চার তথ্যভাণ্ডার তৈরী ও প্রকাশ করে থাকে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে কার্যকর ই-সংসদ প্রবর্তন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনে মে ২০১৫ সালে বিভিন্ন দেশের সংসদীয় পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মেলনে সংসদীয় উন্মুক্ততার বিষয়ে ঘোষণাপত্রের খসড়া গ্রহণ এবং পরে জনমত গ্রহণের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে বিশ্ব ই-পার্লামেন্ট সম্মেলনে এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয় যেখানে সংসদের উন্মুক্ততার সংস্কৃতির প্রসারে সংসদ সংক্রান্ত তথ্যের ওপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, আইনের খসড়া প্রণয়নে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ, কমিটির কার্যবিবরণীর রেকর্ডপত্র প্রকাশ করা, প্লেনারির কার্যবিবরণী প্রকাশ করা, সংসদ কর্তৃক প্রণীত বা সংসদে উত্থাপিত যে কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয়টি এবং নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর

[৬] জবাবদিহিতার অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), The Concise Dictionary of Politics, New Delhi, Oxford University Press, 2006.

ভিত্তি করে ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৭] এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ওপর একটি, দ্বিতীয় হতে ষষ্ঠ অধিবেশনের ওপর দ্বিতীয় এবং সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের ওপর তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনটি দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ অধিবেশনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ

তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত দশম সংসদের চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ অধিবেশনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য, বই ও প্রবন্ধ।

সংসদ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রমের রেকর্ড শুনে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে একটি নির্ধারিত ছকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। সংগৃহীত পরিমাণবাচক তথ্য পরিমাণবাচক তথ্যসমূহ পরিসংখ্যান সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। অধিবেশন ও কমিটি সভায় সদস্যদের উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রশ্নের বিস্তারিত বিষয়বস্তু, কমিটির প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ছয়টি নির্দেশকের ভিত্তিতে যে সকল বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, সেগুলো হল -

১. প্রতিনিধিত্ব: সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট; রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা; আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা
২. আইন প্রণয়ন (বাজেট ব্যতিত): বিল উত্থাপন, আলোচনা (সংশোধনী ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব), মন্ত্রীর বক্তব্য
৩. জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা: প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা; অনির্ধারিত আলোচনা; সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম; সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা
৪. জেন্ডার প্রেক্ষিত: সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা; বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়
৫. সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা: সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা; সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার
৬. সংসদীয় উন্মুক্ততা: সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা

গবেষণায় বিবেচনাধীন তথ্যের সময়

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ - এ অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

[৭] অষ্টম জতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ২২ আগস্ট ২০০২, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২ মে ২০০৩, তৃতীয় প্রতিবেদন ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চতুর্থ প্রতিবেদন ১ মার্চ ২০০৫, পঞ্চম প্রতিবেদন ২৭ জুন ২০০৬, ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ প্রকাশিত হয়। নবম জাতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ৪ জুলাই ২০০৯, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২৮ জুন ২০১১, তৃতীয় প্রতিবেদন ২ জুন ২০১৩ এবং চতুর্থ প্রতিবেদন ১৮ মার্চ ২০১৪ প্রকাশিত হয়।

দশম সংসদ সদস্যদের দল ভিত্তিক আসনবিন্যাস

দশম জাতীয় সংসদে ৩০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে এবং ৫০টি সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের মাধ্যমে সংসদে সদস্যবৃন্দ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১৫৩টি আসনে নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা সংসদ সদস্য হন। বাকী ১৪৭টি আসনে মোট ৩৯০ জন প্রার্থী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৮] নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩৪টি, জাতীয় পার্টি ৩৪টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ৬টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৫টি, জাতীয় পার্টি (জেপি) ২টি, তরিকত ফেডারেশন ২টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৬টি আসনে জয়ী হন। উল্লেখ্য সরাসরি নির্বাচিত প্রতি ৬টি আসনের বিপরীতে একটি করে নারী আসন সংরক্ষিত। বর্তমানে সরাসরি নির্বাচিত আসনে ২২ জন নারী সংসদ সদস্য প্রতিনিধিত্ব করছেন। দশম জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্য শতকরা হার ৯৩ ভাগ এবং নারী সংসদ সদস্য শতকরা হার ৭ ভাগ। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে শতকরা ৭৯ ভাগ এবং ২১ ভাগ। নিম্নের সারণিতে (সারণি ২.১) ২০১৭ সালের তথ্যঅনুযায়ী দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যা দেওয়া হল[৯]:

সারণি ২.১ - দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ও আসন সংখ্যা

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত	সংরক্ষিত	মোট
সরকারি দল			
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩২	৪২	২৭৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৫	১	৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি	৬	১	৭
তরিকত ফেডারেশন	২	০	২
প্রধান বিরোধী দল			
জাতীয় পার্টি	৩৪	৬	৪০
অন্যান্য বিরোধী দল			
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	১	০	১
জাতীয় পার্টি (জেপি)	২	০	২
স্বতন্ত্র সদস্য	১৬	০	১৬
*শূন্য আসন	২	০	২
মোট	৩০০	৫০	৩৫০

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক নামের তালিকা, ১৭তম সংস্করণ, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৭

দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের কার্যকাল

সংবিধানের ৭২ (১) এর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহবান করেন। এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ৭৬ দিন[১০]। দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন ২২ জানুয়ারি ২০১৭ শুরু হয় । সংসদের এই

[৮] www.parliament.gov.bd,
[৯] আসনভিত্তিক সংসদ সদস্যদের নাম জানতে দেখুন- www.parliament.gov.bd
[১০] পরিশিষ্ট ১

শীতকালীন অধিবেশন ছিল ৩২ কার্যদিবসের। ২০১৭ সালের প্রথম অধিবেশন অর্থাৎ চতুর্দশ অধিবেশনটিতে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চদশ অধিবেশন শুরু হয় ২মে ২০১৭। সংক্ষিপ্ত এই অধিবেশনটি ছিল পাঁচ কার্যদিবসের। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন শুরু হয় ৩০ মে, ২০১৭। ২৪ কার্যদিবস ব্যাপ্তিকাল শেষে ১৩ জুলাই, ২০১৭ তারিখে বাজেট অর্থাৎ ষষ্ঠদশ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়। পাঁচ কার্যদিবসের সপ্তদশ অধিবেশন শুরু হয় ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ এবং শেষ হয় ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭। ২০১৭ সালের দশ কার্যদিবসের সর্বশেষ অধিবেশন ১২ নভেম্বর শুরু হয়ে শেষ হয় ২৩ নভেম্বর ২০১৭।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন

দশম জাতীয় সংসদে রংপুর-৬ আসন থেকে নির্বাচিত শিরীন শারমিন চৌধুরী স্পিকার এবং গাইবান্ধা-৫ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. ফজলে রাব্বী মিয়া ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য পাঁচ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করা হয়। দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি সংসদ অধিবেশনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও শরীক দল থেকে চার জন এবং মহাজোট (জাতীয় পার্টি) থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ২৬০ ঘন্টা ৮ মিনিট। দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে ব্যয়িত সময় পর্যলোচনা করে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী সময় ব্যয়িত হয় চতুর্দশ অধিবেশনে ১০৪ ঘন্টা ৫০ মিনিট এবং সবচেয়ে কম পঞ্চদশ অধিবেশনে ১৩ ঘন্টা ৫১ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট। সবচেয়ে বেশী বাজেট আলোচনায় ৬৬ ঘন্টা ৩৪ মিনিট (২৫.৬%) আলোচনায় ব্যয়িত হয়। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্ক্রমের মধ্যে মন্ত্রীদের বিবৃতি, স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট, শোক প্রস্তাব, স্পিকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়নে ২৩ ঘন্টা ২৮ মিনিট (৯%), প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বে ৩৬ ঘন্টা ৪৮ মিনিট (১৪%) সময় ব্যয়িত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ সালে যুক্তরাজ্যে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে প্রায় ৪৮%, প্রশ্নোত্তর পর্বে ৭.৩% এবং বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে ৩৩% সময় ব্যয় করা হয়।[১১]

চিত্র ২.১: বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার (চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন)

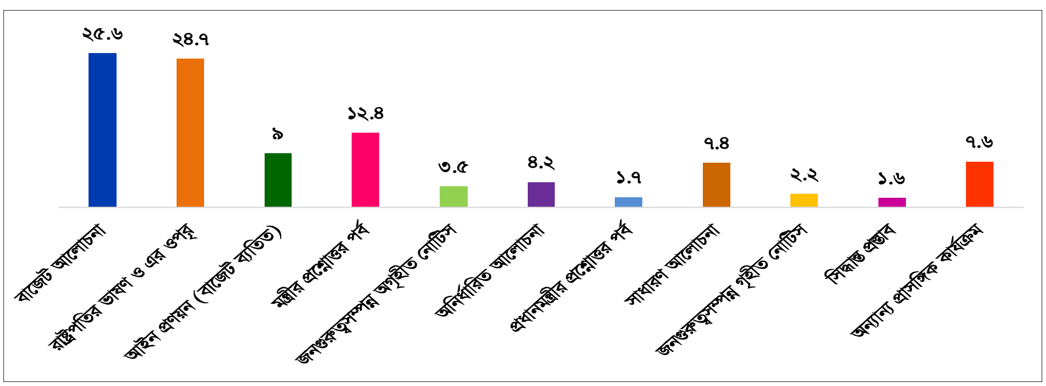

তথ্যসূত্র: সংসদ টিভিতে প্রচারিত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

পাঁচটি অধিবেশনের প্রকৃত সময় প্রাক্কলন করে দেখা যায় কোরাম সংকটসহ এই সময় ২৯৮ ঘন্টা ১১ মিনিট। উল্লেখ্য কোরাম সংকটের সময়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বিধি অনুযায়ী সদস্যদের কোরাম পূর্ণ না হওয়ায় সংসদ কার্যক্রম চলে না, কিন্তু তা প্রকৃত সময়ের অন্তর্ভুক্ত।

[১১] House of Lords Statistics on Business and Membership, Session 2016–17'; *www.parliament.uk*, *viewed on 20 February 2018*

সংসদে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির মাধ্যমে। এ বিষয়টি সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতি

দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে সদস্যদের প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলো ৩০৯ জন যা মোট সদস্যের ৮৮%।[12] অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ৩০ শতাংশ সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫%-এর বেশি কার্যদিবসে এবং ৬ শতাংশ সদস্য ২৫% বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন এবং (চিত্র: ৩.১)।

চিত্র: ৩.১ সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

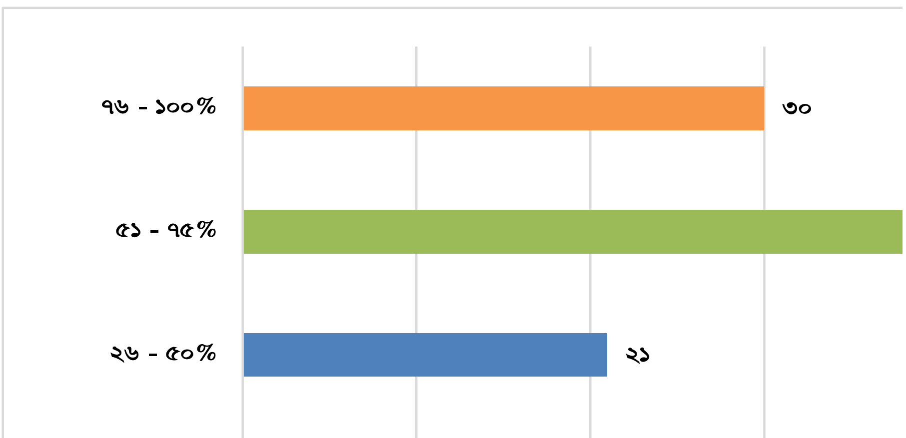

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি

সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ৩১.৩ ভাগ সদস্য অধিবেশনের ৭৫%-এর বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন, ৪২.৩ ভাগ সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫%, ২২.৩ ভাগ সদস্য মোট কার্যদিবসের ২৬-৫০% এবং ৬ ভাগ সদস্য মোট কার্যদিবসের ২৫% বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য সর্বনিম্ন দুইদিন (চতুর্দশ অধিবেশনে) উপস্থিত ছিলেন একজন সরকারি দলের সদস্য[13]। উল্লেখ্য জাতীয় সংসদের (চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ) অধিবেশন পর্যন্ত সরকার দলীয় একজন সদস্য[14] এবং প্রধান বিরোধী দলীয় একজন সদস্য[15] সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের বিচার চলমান। উল্লেখ্য ২০১৭ সালে এই দুই সংসদ সদস্য সংসদে যোগদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে জাতীয় সংসদে স্পিকারের নিকট আবেদন জানালে সংসদ সচিবালয় এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে আবেদনগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমতি সংক্রান্ত নথিপত্রে স্বাক্ষর করে তা কারা মহাপরিদর্শককে প্রেরণ করে।[16] নবম সংসদের[17] সাথে তুলনা করলে দেখা যায় নবম সংসদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ সদস্য ৭৫ শতাংশের অধিক কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে উপস্থিতির হার আগের তুলনায় কমেছে।

---

[12] উল্লেখ্য ভারতে ১৬তম লোকসভায় ২০১৫-১৬ সালে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৮৪%। (www.prsindia.org, *viewed on 1 September 2016)*

[13] বাংলাদেশ আসন: ১০২(খুলনা-৪)

[14] বাংলাদেশ আসন: ১৩২(টাঙ্গাইল-৩)

[15] বাংলাদেশ আসন: ১৫২(ময়মনসিংহ-৭)

[16] প্রথম আলো, ১৮ মে ২০১৭।

[17] চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন; তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি

প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ২৮% মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস, ৪০% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ২৬% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস, ৫৩% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৫%-এর কম কার্যদিবসে। অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি তুলনামুলকভাবে বেড়েছে।

সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি

মোট ৭৬ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৬০ দিন (প্রায় ৭৮%) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ৩৫ দিন (প্রায় ৪৬%) উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা উভয়ের উপস্থিতি নবম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও, বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি সংসদ নেতার তুলনায় এখনও উল্লেখযোগ্যহারে কম।

মন্ত্রীদের উপস্থিতি

মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস ১৮% মন্ত্রী, ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ৪৬% মন্ত্রী এবং ২৬-৫০ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ৩১% মন্ত্রী এবং ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে ৪% মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ বর্জন

সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে নবম সংসদ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের ধারাবাহিক উর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায়। দশম সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল অধিবেশন বর্জন করেনি। উল্লেখ্য পঞ্চম সংসদে এই হার ছিলো প্রায় ৩৪%, অষ্টম সংসদে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬০% এবং নবম সংসদের ৫ বছরের ১৯টি অধিবেশনে তা ৮১.৫৮%-এ দাঁড়ায়।[১৮]

ওয়াকআউট

চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের কার্যদিবসগুলোতে প্রধান বিরোধী দলের সদস্য কর্তৃক একবারও ওয়াকআউট হয়নি।

কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। কোরাম সংকটের কারণে সদস্য ও মন্ত্রীদের বিলম্বে উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিসের অলোচনা পর্ব ইত্যাদি সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। প্রায় সকল কার্যদিবসে কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন বিলম্বে শুরু হয়। সার্বিকভাবে চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে মোট ৩৮ ঘন্টা ০৩ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয় যা পাঁচটি অধিবেশনের প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময় (২৯৮ ঘন্টা ১১ মিনিট)-এর ১৩%। পাঁচটি অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩০ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়।

সংসদ কার্যক্রম শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময় থেকে কার্যক্রম শুরুর সময় পর্যন্ত এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় গণনা করা হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৮৬ টাকা খরচ হয়।[১৯] এ হিসাবে চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৩৮ টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য ৪৯ লক্ষ ১০ হাজার ৫৮০ টাকা। উল্লেখ্য, দশম সংসদের প্রথম থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত কোরাম সংকট মোট ১৫২ ঘন্টা ১৭ মিনিট (প্রকৃত সময়ের ১২%), যার অর্থমূল্য ১২৫ কোটি ২০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৪৫ টাকা।

---

[১৮] তথ্যসূত্র: *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, জালাল ফিরোজ।

[১৯] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২৯৪.০০ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৭.৮২ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯০ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৫.৩৫ কোটি টাকা (২০১৬-১৭)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংসদের অধিবেশনের মোট প্রকৃত সময় ২৫৬ ঘন্টা ২৮ মিনিট (কোরাম সংকটসহ)। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় এক লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৮৬ টাকা। এ প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ।

যেকোনো আইনের চূড়ান্ত বৈধতার জন্য সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি বিল (খসড়া আইন) সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ, জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে বিলটি চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়ে গেলে সদস্যদের কোনো সংশোধনী বা পর্যবেক্ষণ নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিল সম্পর্কে সদস্যদের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার বিবৃতি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে একটি বিল পাস করা হয়। সংসদে গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে আইন হিসেবে গেজেটে প্রকাশ করা হয়। অর্থ বিল বা বাজেটও সংসদে পাস হয়। তবে বাজেট বা আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা অন্যান্য বিল পাসের আলোচনার ধরণ থেকে কিছুটা ভিন্ন। এই অধ্যায়ে দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদে আইন প্রণয়ন এবং আর্থিক বিষয় বা বাজেট আলোচনা সম্পর্কিত কার্যক্রমের তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ব্যয়িত সময়

চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত পাঁচটি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ২৩ ঘন্টা ২৮ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ৯ শতাংশ। ২০১৭ সালে ভারতে[২০] লোকসভায় এক বছরে তিনটি অধিবেশনে গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয় এবং ২০১৬-১৭ সালে যুক্তরাজ্যে[২১] হাউজ অব লর্ডস-এ প্রায় ৪৮ শতাংশ সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়।

সারণি ৪.১: আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমে অধিবেশন ভিত্তিক মোট ব্যয়িত সময়

অধিবেশন	মোট ব্যয়িত সময় (ঘন্টা/মিনিট)	শতকরা হার	বিলের সংখ্যা
চতুর্দশ অধিবেশন	১০ ঘন্টা ২৭ মিনিট	১০%	১০
পঞ্চদশ অধিবেশন	২ ঘন্টা ৩৮ মিনিট	১৯%	২
ষষ্ঠদশ অধিবেশন	৪ ঘন্টা ৫০ মিনিট	৬%	৭
সপ্তদশ অধিবেশন	২ ঘন্টা ২০ মিনিট	১৩%	২
অষ্টাদশ অধিবেশন	৩ ঘন্টা ১৩ মিনিট	১০%	৩
মোট	**২৩ ঘন্টা ২৮ মিনিট**	**১২%**	**২৪**

এই পাঁচটি অধিবেশনে বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে মোট ২৬ জন সদস্য আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৪ ঘন্টা ৪২ মিনিট (৩৩%) সময় বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ১৪ জন সরকারি দলের, ১০ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ২ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। বিল উত্থাপন, পাসের অনুমতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল সম্পর্কিত বিবৃতি উপস্থাপনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবৃন্দ প্রায় ৭ ঘন্টা ৭ মিনিট (৩৫%) ব্যয় করেন। এছাড়া বিভিন্ন বিলের ওপর স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনের জন্য প্রায় ২ ঘন্টা ১৬ মিনিট (১১%) সময় ব্যয়িত হয়।

[২০] www.prsindia.org, *viewed on 1 April 2017*

[২১] `Statistics on Business and Membership'; *www.parliament.uk*, *viewed on 20 February 2018*

উল্লেখ্য, এই পাঁচটি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে উত্থাপিত বিলসমূহের ক্ষেত্রে মাত্র ৯ জন সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি ও ৮ জন সদস্য বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব করেন এবং ১১ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। সময়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, সদস্যগণ বিলের ওপর আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব এবং দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় ২২ শতাংশ সময় অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের কণ্ঠভোটের মাধ্যমেই অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা দেখা যায়। ফলে বিল উত্থাপনের পর এর ওপর সংসদের বিরোধী সদস্যদের আপত্তি, সংশোধনী এবং যাচাই-বাছাই প্রস্তাব নাকচসহ বিল চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কণ্ঠভোটের প্রাধান্য প্রতিফলিত হয়। এই পাঁচটি অধিবেশনে পাসকৃত বিলের সময় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই বিলগুলো উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যসহ একটি বিল পাস করতে সময় লেগেছে গড়ে প্রায় ৩৫ মিনিট। ২০১৭ সালে ভারতের লোকসভায় একটি বিল পাশ করতে গড়ে ২ ঘন্টা ২৩ মিনিট সময় লেগেছে এবং রাজ্যসভায় সভায় একটি বিল পাশ করতে গড়ে সময় লেগেছে ১ ঘন্টা ৪৬ মিনিট।[২২]

চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে পাসকৃত বিল

চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত ৭৬টি কার্যদিবসে মোট ২৪টি সরকারি বিল পাস করা হয়েছে এর মধ্যে চতুর্দশ অধিবেশনে ১০টি, পঞ্চদশ অধিবেশনে ২টি, ষষ্ঠদশ অধিবেশনে ৭টি, সপ্তদশ অধিবেশনে ২টি বিল, অষ্টাদশ অধিবেশনে ৩টি বিল পাস হয় । অর্থবিল, নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, নির্দিষ্টকরণ বিল ছাড়া বাকি সকল বিলে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে পাস করা হয়। স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা বিলসমূহের ধরন বিশ্লেষণে ২টি সংশোধনী বিল পাস হয়েছে।[২৩]

সরকারি বিল: পাসকৃত আইনের মধ্যে চতুর্দশ অধিবেশনে ক্যাডেট কলেজ বিল, ২০১৭; বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য বিল, ২০১৭; বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৭; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বিল, ২০১৭; পাট বিল, ২০১৭; বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল, ২০১৬; ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) বিল, ২০১৭; বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিল, ২০১৬; বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিল, ২০১৭; বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বিল, ২০১৭; পঞ্চদশ অধিবেশনে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিল, ২০১৭; বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) বিল, ২০১৭; ষোড়শ অধিবেশনে নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০১৭, অর্থ বিল, ২০১৭; নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১৭; বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৭; বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৭, বেসামরিক বিমান চলাচল বিল, ২০১৭; বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৭; সপ্তদশ অধিবেশনে Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2017; স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিল, ২০১৭; অষ্টাদশ অধিবেশনে বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৭; বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন বিল, ২০১৭; বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৭ উল্লেখযোগ্য।

বেসরকারি বিল: এই পাঁচটি অধিবেশনে কোনো বেসরকারি বিলের নোটিস উত্থাপিত হয়নি।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ওয়াক আউট: এই পাঁচটি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে বিরোধী দল এবং বিরোধী দলীয় কোনো সদস্য ওয়াক আউট করেন নি।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আলোচিত বিতর্ক

কণ্ঠভোটে আইন পাসের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরকার দলীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে প্রধান বা অন্যান্য বিরোধীদের বিল উত্থাপনে কোন আপত্তি বা জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার চর্চা বাংলাদেশের সংসদ ব্যবস্থায় দেখা যায়না। অলোচনার সুযোগ থাকলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিধানের অস্পষ্টতার কারণে সরকার দলীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। ফলে একটি বিলের বিভিন্ন দফায় সম্পাদকীয় পরিবর্তন ছাড়া ধারা/দফার বিষয়গত পরিবর্তনের জন্য সরকার দলীয় সদস্যরাও সংশোধনী দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করেননা। এ প্রসঙ্গে সরকার দলীয় একজন সংসদ সদস্য তার বাজেট বক্তব্যে বলেন, "মাননীয় স্পিকার আপনি সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধনী এনে বাজেটের বিরুদ্ধে এমপিদের

[২২] www.prsindia.org, *viewed on 1 April 2018*

[২৩] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ২।

ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহলে দেখবেন, অর্থমন্ত্রী তার বক্তব্যে আর অনড় অবস্থানে থাকতে পারবেন না। আমাদের কথারও মূল্যায়ন হবে। তিনি বলেন, যেসব জায়গায় লুটপাট হয়েছে তা উদ্ধার করা হোক। এসব ছাড় দিলে জনগণ আমাদের বিপক্ষ চলে যাবে[২৪]"।

"আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা 'হ্যাঁ/না'- তেই তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রেখেছে। ২০১৭ সালের আইন প্রণয়ন কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঘুরেফিরে মাত্র নয়জন সদস্য বিভিন্ন ধরনের নোটিশ দিয়ে বিলের ওপর আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে দুজন স্বতন্ত্র সাংসদ, অন্যরা বিরোধী দলের সদস্য। সরকারি দলের কোনো সদস্য নোটিশ দেননি। এই নয়জন ছাড়া অন্যরা বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিকবার 'হ্যাঁ/না' ভোট দিয়েই তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। গত এক বছরের আইন প্রণয়ন কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২১টি বিলে জনমত যাচাই ও বাছাই কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব দিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন নয়জন সদস্য। তারা ৮৪ বার আলোচনায় অংশ নেন। যারা এসব প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাদের সাতজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। এছাড়া অন্যান্য বিরোধী দলের দুইজন সংসদ সদস্য দুইটি বিলে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সরকারি দলের সদস্যদের বিলের ওপর নোটিশ বা সংশোধনী দিতে বাধা নেই। কিন্তু প্রথা হয়ে গেছে যে সরকারি দলের সদস্যরা বিলের ওপর নোটিস দেবেন না[২৫]।

২০১৭ সালে দশম জাতীয় সংসদের ৫টি অধিবেশনে মোট ২৪টি বিল পাস হয়। এর মধ্যে বাজেট-সংশ্লিষ্ট তিনটি অর্থ বিল বাদে ২১টি বিল পাসের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, জাতীয় পার্টির ৫ জন এবং ১ জন স্বতন্ত্র সদস্য দফাওয়ারি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন। ৫০টির বেশি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে ৪টি গৃহীত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি দফাওয়ারি সংশোধনী নোটিস এসেছে প্রধান বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্যের কাছ থেকে। তার ১৪টি বিলে সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে দু'টি গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য বলেন, "আইন প্রণয়নের কাজ একটি নীরস বিষয়। এটা নিয়ে অনেক চিন্তা ও পর্যালোচনা করতে হয়। যে কারণে হয়তো অনেকের এ বিষয়ে আগ্রহ নেই।" পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বাধা না থাকলেও সরকারি দলের সদস্যরা বিলের ওপর নোটিস দিতে যথেষ্ট আগ্রহী নন। উপরন্তু কার্যকর বিরোধী দল না থাকায় আইন প্রণয়নের বিষয়টি সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে[২৬]। অপর একজন বিরোধী দলীয় সদস্য আইন প্রণয়ন প্রসংঙ্গে সংসদে বলেন "আইন তো আমরা করব, আইন পাস হয়ে যাবে। কিন্তু এই আইন মানবে কারা? আইন না মানলে আপনি কি করবেন? আইন তো বইতে থাকে মাননীয় স্পিকার। মানুষ মরবে মন্ত্রীরা কি জবাব দেবে? মালিক শ্রমিক দুটিরেই মালিক হইছে মন্ত্রী। আমাদের দুইজন মন্ত্রী এই সংসদে আছেন। মালিক পক্ষেরও তারা নেতা, শ্রমিক পক্ষেরও তারা নেতা। কে কার জবাব দেয়?" উল্লেখ্য পাসকৃত বিলের ওপর যে সকল সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন, ধারা ও উপধারার পুর্নবিন্যাস/স্থানান্তর এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে।[২৭]

আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা

সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত যে বিবৃতি প্রদান করা হয় তা বাজেট নামে পরিচিত। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেকোন সরকারের একটি অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই বাজেটের মাধ্যমে। সংসদ কার্যক্রমের একাদশ অধিবেশনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট পেশ ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

বাজেট অলোচনায় ব্যয়িত সময়

পাঁচটি অধিবেশনের মধ্যে একটি বাজেট অধিবেশনে মোট ৬৬ ঘন্টা ৩৪ মিনিট আলোচনায় ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের (২৫.৬%) শতাংশ। অর্থমন্ত্রী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করতে ২ ঘন্টা ৫৭ মিনিট সময় নেন। বাজেট অধিবেশনে ১৯০ জন সদস্য মূল বাজেটের ওপর আলোচনায় প্রায় ৫০ ঘন্টা ৫৯ মিনিট (৭৭%), ১৪ জন সদস্য সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় প্রায় ৪ ঘন্টা ২১ মিনিট (৬%) অংশগ্রহণ করেন ।

এদেশের পার্লামেন্ট মূলত বাজেট প্রণয়নে প্রভাব সৃষ্টিকারী পার্লামেন্ট। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও বাজেট প্রণয়ন স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক হবে এবং এক্ষেত্রে জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য অংশীজনদের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে এবং জাতীয় সংসদে বাজেট অনুমোদিত হতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বাজেটের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃক বাজেট প্রস্তুতি অর্থবছরের অনেকটা সময় নিয়ে

---

[২৪] সংসদে বাজেট বিতর্ক : এমপিদের তোপের মুখে আসন ছেড়ে উঠে গেলেন মুহিত, দৈনিক ভোরের কাগজ, ২০ জুন ২০১৭

[২৫] আইন প্রণয়ন: আইন প্রণেতাদের ভূমিকা সীমিত 'হ্যাঁ-না'তেই, দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০১৮

[২৬] আইন প্রণয়ন: আইনপ্রণেতাদের ভূমিকা সীমিত 'হ্যাঁ-না'তেই, দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০১৮

[২৭] সংসদের কার্যবিবরণী পর্যবেক্ষণ

নেয়, যা বাকি স্বল্প সময়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণকে সীমিত করে দেয়। কার্যপ্রণালী বিধিতে[২৮] নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাজেট কোনো কমিটিতে প্রেরিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ এবং এর ওপর কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য কমিটির সুপারিশ হিসেবে যা দেওয়া হয় তা মূলত ভাষাগত সম্পাদনামূলক মতামত। বিরোধী দলের সদস্যদের আলোচনায় আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকেও সহমত পোষণ করে বলতে দেখা যায়, "অর্থ পাচার যেটা হয় সেটা বেআইনি, সেটা রুদ্ধ করার সুযোগ নেই। তবে যেটা আমরা করতে পারি তা হচ্ছে পাচারের সুযোগ কমানো। আমরা টাকা পাচারের সুযোগ কমানো বা কালো টাকা সৃষ্টির সুযোগ কমানোর ব্যবস্থা করতে পারি। কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আগামী মাসের মধ্যে দেখবেন কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কয়েক বছর ধরে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তবে নিয়মিতভাবে কালো টাকা সাদা করার আইন দেশে আছে। সেক্ষেত্রে ২০ শতাংশ জরিমানা দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে[২৯]।" সদস্যদের আলোচনায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আহ্বান প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার প্রতিফলন হিসেবে লক্ষণীয় হলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের আরও সুযোগ রয়েছে।

---

[২৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১১১ (৩)।

[২৯] ব্যাংক লুটেরাদের বিচার দাবি জাতীয় সংসদে, দৈনিক যুগান্তর, ০৭ জুন ২০১৭

প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করাসহ মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর পর্ব, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আলোচনা, বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা পর্ব, স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অধ্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বিধি ভিত্তিক আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, মুলতবি প্রস্তাব, সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

সংসদগ সদস্যগণ প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, অন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভূমিকা সুসংহতকরণহ জাতীয় গুরত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন অর্জন, সংকট, উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের কর্মপরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তথা সেবা খাত ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম, গৃহীত পদক্ষেপ সমুহের বাস্তবায়নে অনিয়ম ও সমস্যাসমূহ, মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সমসময়িক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংশ্লিষ্ঠ প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর সাংসদগণ লিখিত বা মৌখিক যেকোনোভাবে পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। মৌখিক উত্তরদানের জন্য প্রাপ্ত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নসমূহ থেকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণ সরাসরি দিয়ে থাকেন। বাকী প্রশ্নসমূহের উত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে এই প্রশ্নোত্তরের জন্য মোট সময়ের ১৪.১% সময় ব্যয়িত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত কার্যদিবস ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানে ব্যয়িত সময়

এই পাঁচটি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৪ ঘন্টা ২৬ মিনিট যা মোট সময়ের ১.৭ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী মোট ৭ কার্যদিবস[৩০] সরাসরি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যয় করেন প্রায় ৩ ঘন্টা ২১ মিনিট।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ

চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার জন্য প্রায় ৫৭ মিনিট সময় নেন। এই পাঁচটি অধিবেশনে মোট ২০ জন সংসদ সদস্য এই পর্বে অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ১৩ জন সরকারি দলের, ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ২ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে যেসকল বিয়য়ে প্রশ্ন (মূল প্রশ্ন) সরাসরি উত্থাপিত হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দারিদ্র বিমোচন (৩৭%) সংক্রান্ত। অন্যান্য প্রধান প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা সংকট, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অর্জন ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপসমূহ, জলবায়ু পরির্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম, উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি।

এ পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো প্রশ্নকারী সদস্যের একাংশ (প্রশ্নকারীদের ২০ শতাংশ) কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করার পরিবর্তে সংসদ নেতার ব্যক্তিগত প্রশংসা ও অর্জন নিয়ে আলোচনা করে প্রশ্নকাল দীর্ঘায়িত করা; অতঃপর, মাননীয় স্পিকারের সতর্কতার পরে মূল প্রশ্ন উত্থাপন করা। এক্ষেত্রে, আরও লক্ষণীয় যে, উক্ত সদস্যগণের মধ্যে ৮০ শতাংশ সদস্যের ক্ষেত্রে মাননীয় স্পিকারকে একাধিকবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন ।

[৩০] পরিশিষ্ট ৩

চিত্র ৫.১: প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ (১৪-১৮ তম অধিবেশন)

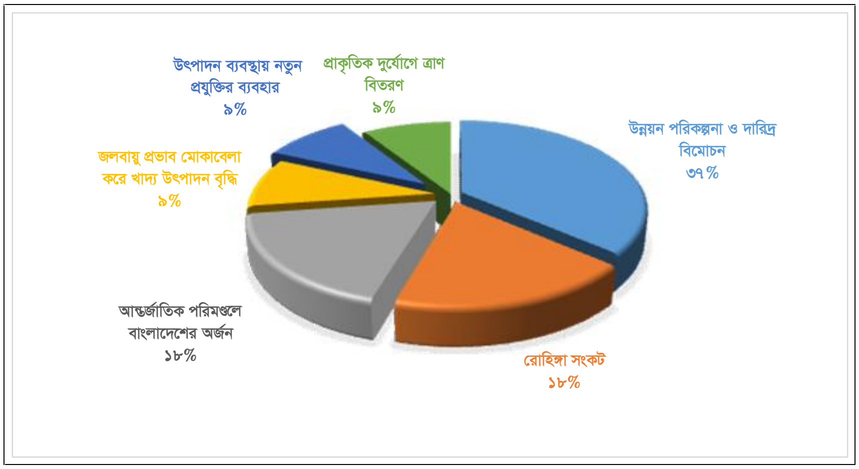

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে অসম্পূরক আলোচনা

চতুর্দশ অধিবেশনে বিরোধী দলীয় একজন সদস্য ড. ইউনুসসহ দেশের অর্থপাচারকারী, সুদখোর ও রাজস্ব ফাঁকিবাজের বিরুদ্ধে নেওয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনার পরিবর্তে ড. ইউনুসের কর্মজীবন, পদ্মা সেতুতে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধে ড. ইউনুসের ব্যক্তিগত ভূমিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণফোন কোম্পানীর মাধ্যমে মুনাফা অর্জন ও রাজস্ব ফাঁকি সম্বন্ধে দীর্ঘ সমালোচনা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, " ১৯৯৮ সালে বন্যা হয়েছিল, দেশের ৭০ ভাগ এলাকা পানির নীচে ; ঐ অবস্থায় গ্রামীণ ব্যাংকের লোক যেয়ে যাদের ঘর নাই, বাড়ি নাই, খাবার নাই, টিনের চালার উপরে বসে আছে ঐ টিনের চালা খুলে নেবার জন্য, আর তাদের কাছ থেকে হপ্তা তোলার জন্য। তাদের কাছ থেকে হপ্তা তোলার জন্য তাদের উপরে নির্মম অত্যাচার শুরু করল (ড. ইউনুস)"।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, " তার (ড. ইউনুস) অভিযোগের ভিত্তিতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টাকা বন্ধ করে। ঐ গরীবের হাড়, মাংস, রক্ত ঝরা টাকা দিয়ে যে রড়লোকীপনা করে তার আবার দেশের প্রতি ভালবাসা থাকবে কোথা থেকে। পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধে তিনি খুশি হলেন।" একই বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, " আমাকে গ্রেফতার করেছিল বলে ইয়াজউদ্দিন সবকারকে এ-প্লাস, ডবল এ-প্লাস দিলো, কে দিলো ? ঐ ভদ্দরলোক (ড. ইউনুস) গিয়ে দিয়ে আসলো। উনি একটা দলও করতে গেলেন, এক সম্পাদক সাহেব আর উনি গেলেন দল গঠন করতে.. .. .. কিন্তু সুদখোরের ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি ; এটা হলো বাস্তবতা।.. .. .. কিছু লোক থাকে তারা অন্যায় করুক, হাজার পাপ করুক, তাদের দোষ, কোন দোষই না।"

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ২৯টি কার্যদিবসে মোট প্রায় ৩২ ঘন্টা ২২ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের প্রায় ১২.৪ শতাংশ। যেখানে সদস্যরা প্রশ্ন করতে প্রায় ১০ ঘন্টা ১০ মিনিট এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায় ১৬ ঘন্টা ২৭ মিনিট সময় নেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ

১৫৩ জন সদস্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে মোট ১৬৯টি মূল প্রশ্ন এবং ৫২৩টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। সরকারি দলের ১২২ জন, প্রধান বিরোধী দলের ২২ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ৯ জন সদস্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ

এই পাঁচটি অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা মোট ৩৪টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রীদের কাছে সরাসরি ১৮২টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উত্থাপিত প্রশ্নগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বেশী ১৬টি (৮.৭৯%) প্রশ্ন উত্থাপন

করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ১৫টি (৮.২৪%), বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদমন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ১৩টি (৭.১৪%) এবং বাকি ৩১টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম উত্থাপিত হয়েছে।[৩১]

এই পর্বে মৌখিকভাবে প্রদত্ত উত্তরের মধ্যে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ ও সেবার মান উন্নয়ন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম/বিশৃঙ্খলা, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জঙ্গীবাদ দমন, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা (ভুলে ভরা পাঠ্য বই, প্রশ্ন ফাঁস, শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণ ইত্যাদি), আদালতে মামলাজট ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে।

কেস হিসেবে সপ্তদশ অধিবেশনে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মৌখিক উত্তরদানের জন্য তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের অগ্রগতি কাজ তদারকি করার ক্ষেত্রে সদস্যদের ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে।

চিত্র ৫.২: মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত প্রশ্নের বিষয়সমূহ (শতকরা হার)

(কেস: সপ্তদশ অধিবেশন)

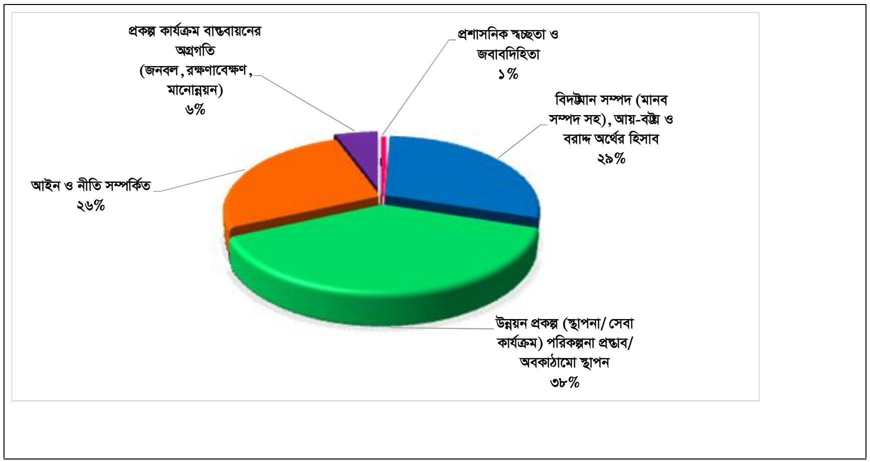

এক্ষেত্রে প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উন্নয়ন প্রকল্প (স্থাপনা/সেবা কার্যক্রম) পরিকল্পনা প্রস্তাব ও অবকাঠামো স্থাপন সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ছিল সর্বোচ্চ (৩৮%)। এছাড়া বিদ্যমান সম্পদ (মানব সম্পদসহ), আয়-ব্যয় ও বরাদ্দ অর্থের হিসাব, বিদ্যমান নিয়ম-নীতি ও পদক্ষেপসমূহ, প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি (জনবল, রক্ষণাবেক্ষণ, মানোন্নয়ন), প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, আইন ও বিধি ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন সদস্যরা উত্থাপন করেন (চিত্র : ৫.২)।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)

পাঁচটি অধিবেশনে মোট ৪টি কার্যদিবসে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৩টি নোটিস উত্থাপিত হয়, আলোচিত হয় ১০টি এবং স্থগিত করা হয় ৩টি। আলোচিত ১০টি নোটিসের মধ্যে ৯টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখাত হয় যা উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। পঞ্চদশ অধিবেশনে “গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের শাস্তির জন্য আইন প্রণয়ন করা ”-র প্রস্তাবটি সংসদে সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

[৩১] পরিশিষ্ট ৪

চিত্র ৫.৩: উত্থাপিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের বিষয়সমূহ (শতকরা হার)

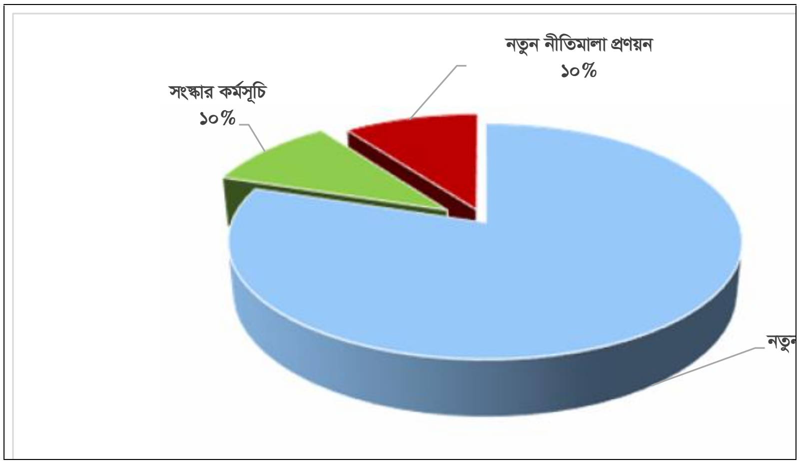

এই কার্যক্রমে সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার চাহিদা এবং জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য যেসকল প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার মধ্যে নতুন স্থাপনা/ সেবা প্রবর্তনের প্রস্তাব সবচেয়ে বেশী (৮০%)। এছাড়াও উত্থাপিত ও আলোচিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন, সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রস্তাব ১০ শতাংশ করে ছিল (চিত্র ৫.৩)।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ

প্রত্যাহৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক উল্লেখিত কারনসমূহের মধ্যে রয়েছে বর্তমানে সরকারের উক্ত বিষয়ে কোন পরিকল্পনা না থাকা, পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন থাকা, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান ইত্যাদি।

সাধারণ আলোচনা

বিধি ১৪৭ অনুযায়ী সাধারণ আলোচনায় ব্যয়িত সময়

এই পাঁচটি অধিবেশনে ৪ কার্যদিবসে প্রায় ১৯ ঘন্টা ১৮ মিনিট সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৭.৪%।

সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু

সাধারণ আলোচনার বিষয়সমূহ ছিল-

- ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ কালরাত্রিতে বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যাকে স্মরণ করে ২৫ শে মার্চকে গণহত্যা দিবস ঘোষনা করা হউক এবং আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবসের স্বীকৃতি আদায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করা প্রসঙ্গে।
- মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর অব্যাহত নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ, তাদেরকে তাদের নিজ বাসভূম থেকে বিতাড়ণ করে বাংলাদেশে পুশইন করা থেকে বিরত থাকা এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার সরকারের উপর জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহলের জোরালো কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের আহবান জানানো প্রসঙ্গে।
- সংবিধান ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়. ষোড়শ সংশোধনী আল্ট্রা ভাইরেজ ঘোষনাকে বাতিল করার জন্য ও মাননীয় প্রধান বিচারপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদ সম্পর্কে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে অসাংবিধানিক আপত্তিকর ও অপ্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে তা বাতিল করার জন্য যথাযথ আইনী পদক্ষেপ গ্রহন প্রসঙ্গে।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষন UNESCO কর্তৃক বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্য (World Documentary Heritage) হিসেবে UNESCO এর Memory of the World International Register এ অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় দেশ ও জাতির সাথে আমরা গর্বিত এবং এজন্য UNESCO সহ সকলকে জাতীয় সংসদ ধন্যবাদ জানানো প্রসঙ্গে।

জরুরি জন-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিস

বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা

এই পাঁচটি অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-এ মোট ৭৬৭টি নোটিস দেওয়া হয় যার মধ্যে ৬২৬টি সরকারি দলের, ৬৯টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ৭২টি অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। নোটিসগুলোর মধ্যে ৬০টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয় যার মধ্যে ৪৪টি সরকারি দলের, ১৪টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ২টি অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। গৃহীত নোটিসের মধ্যে ২৭ টি নোটিস ২১ জন সদস্য কর্তৃক সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। আলোচিত নোটিস সমূহের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৭টি) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। উল্লেখ্য, যেসকল নোটিস গৃহীত হলেও সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়না সেগুলোর বিষয়বস্তু জানা সম্ভব হয় না।

গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা প্রায় ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা বিবৃতি দিতে প্রায় ৩ ঘন্টা ৫ মিনিট সময় ব্যয় করেন। এ পর্বে সরকারি দলের ১৫ জন সদস্য, প্রধান বিরোধী দলের ৫ জন সদস্য এবং অন্যান্য বিরোধী ১ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা

বিধি ৭১-এ উপস্থাপিত নোটিসের মধ্যে যে সকল নোটিস অধিবেশনে সরাসরি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়নি এমন ৭০৬টি নোটিসের মধ্যে মোট ২৩৭টির ওপর মোট ৫৮ জন সদস্য প্রায় ৬ ঘন্টা ৪৭ মিনিট তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ৫১ জন সরকারি দলের সদস্য ১৯৩টি নোটিস, ৪ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ২৫টি নোটিস এবং ৩ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য ১৯টি নোটিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নোটিসের সংখ্যা ছিল ৩৩টি[৩২], যা সবচেয়ে বেশী। উল্লেখ্য এই বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময়

অনির্ধারিত আলোচনায় এই পাঁচটি অধিবেশনে ৩৬ কার্যদিবসে প্রায় ১১ ঘন্টা ০৩ মিনিট ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৪.২ ভাগ। এই সময়ের মধ্যে ৫৪ জন সদস্য প্রায় ১০ ঘন্টা ২৮ মিনিট ৭টি বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনির্ধারিত আলোচনায় সরকারি দলের ৪১ জন, প্রধান বিরোধী দলের ৭ জন সদস্য এবং অন্যান্য বিরোধী ৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়

এই পাঁচটি অধিবেশনে অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়সমূহের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়সমূহের ধরন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সমসাময়িক ঘটনা ও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী (৪১%) আলোচনা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ধরনের মধ্যে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/ সেবা কার্যক্রম ও বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি; আইন শৃঙ্খলা (জননিরাপত্তা) ও বিচারিক সেবা, সমালোচনা ও নিন্দা; সংসদীয় আচরণ ও সাংবিধানিক নীতি, সরকার ও সরকার প্রধানের জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। (চিত্র: ৫.৪)

চিত্র ৫.৪: অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়ের ধরনসমূহ (শতকরা হার)

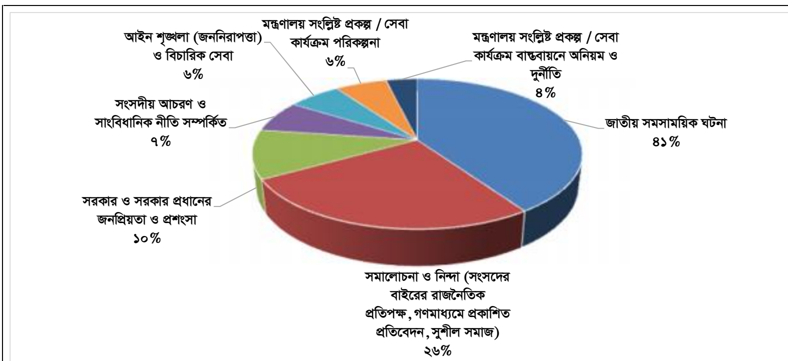

---

[৩২] পরিশিষ্ট ৬

এ পর্বে আলোচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক ঘটনা/বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনায় সংসদ সদস্যরা সংসদের প্রতিপক্ষ দল সম্পর্কে, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার অবতারণা করেন। বিধি লঙ্ঘন করে অধিবেশনে কোনো সংসদ সদস্য সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষায় বক্তব্য দিলেও এক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়।

মুলতবি প্রস্তাব

মূলতবি নোটিসের সংখ্যা

দশম সংসদের চতুর্দশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ অধিবেশনে কোনো মূলতবি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। পঞ্চদশ অধিবেশনে চারটি ও অষ্টাদশ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব ২ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয় । উত্থাপিত নোটিসের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সুবিধা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধার অপব্যবহার ও দুর্নীতি, সংখ্যালঘু নির্যাতন, নারী নির্যাতন ও হত্যা প্রসঙ্গ।

মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অন্য পর্বে আলোচনার সুযোগ থাকায় (বিশেষ করে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষন বিধি-৭১), স্পিকার কর্তৃক নোটিসগুলো বাতিল[৩৩] হয়ে যায়।

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিস উপস্থাপন, জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনা, বাজেট আলোচনা, আইন প্রণয়ন পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় সবচেয়ে বেশী সদস্য অংশগ্রহণ করেন (সারণি ৫.১)।

সারণি ৫.১: সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২৩১ (৬৬%)	১৯৬ (৬৭%)	২৪ (৬০%)	১১ (৬১%)
বাজেট আলোচনা	১৯০ (৫৪%)	১৫৬ (৫৩%)	২১ (৫২%)	১৩ (৬৮%)
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫৩ (৪৩%)	১২২ (৪২%)	২২ (৫৫%)	৯ (৪৭%)
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৭)	৯২ (২৬%)	৭৮ (২৭%)	৯ (২৩%)	৫ (২৬%)
জন-গুরুত্বপূর্ণ নোটিস (বিধি ৭১-ক)	৫৮ (১৭%)	৫১ (১৮%)	৪ (১০%)	৩ (১৬%)
অনির্ধারিত আলোচনা	৫৪ (১৫%)	৪১ (১৪%)	৭ (১৮%)	৬ (৩২%)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	৩২ (৯%)	২৫ (৯%)	৪ (১০%)	৩ (১৬%)
আইন প্রণয়ন (বাজেট ব্যতিত)	২৬ (৭%)	১৪ (৫%)	১০ (২৫%)	২ (১১%)
জন-গুরুত্বপূর্ণ নোটিস (বিধি ৭১)	২১ (৬%)	১৫ (৫%)	৫ (১৩%)	১ (৫%)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	২০ (৬%)	১৩ (৪%)	৫ (১৩%)	২ (১১%)

মোট ৩০৯ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোনো না কেনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ৩৫ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৩ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য এবং বাকিরা সরকার দলীয় সদস্য। সর্বোচ্চ ৯টি পর্বে অংশ নিয়েছেন ১ জন সরকারি দলের সদস্য[৩৪]। স্পিকার ব্যতিত মোট ৩৬ জন সদস্য (প্রায় ১০%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি। উল্লেখ্য এদের মধ্যে ৩০% সদস্য শতকরা ৫০ ভাগ কার্যদিবসের বেশী সময় উপস্থিত থাকলেও আলোচনা পর্বসমূহে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়নি।

[৩৩] পরিশিষ্ট ৮

[৩৪]বাংলাদেশ আসন: ৩৩০ সংরক্ষিত আসন

চিত্র ৫.৫: সংসদীয় আলোচনা পর্বসমূহে সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণ (ব্যয়িত সময়ের হার)

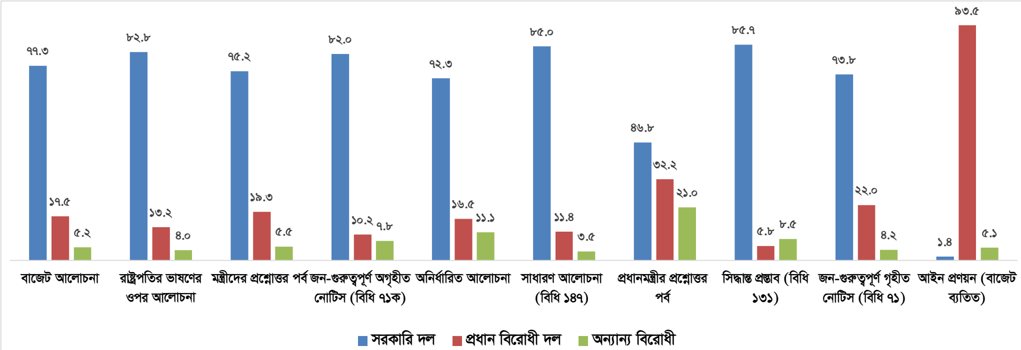

প্রশ্নোত্তর, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসসহ অন্যান্য আলোচনা পর্বে সরকারি দলের সদস্যদের বেশী সময়ব্যাপী অংশগ্রহণ থাকলেও আইন প্রণয়নে প্রধান বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য বেশী সময় অংশগ্রহণ (চিত্র - ৫.৫) এবং সরকারি দলের অনাগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কমিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ৭৬ ধারায়[৩৫] এবং কার্যপ্রণালী বিধিতে[৩৬] সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। দেশের নির্বাহী ও আইন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র তৈরিতে সংসদীয় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কমিটিগুলো সংসদের পক্ষে নির্বাহী বিভাগের কাজের যেমন পর্যালোচনা করে তেমনি প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে সুপারিশ প্রদান করতে পারে। একটি দেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা যত বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর, সে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র তত বেশি গতিশীল ও কার্যকর।

কার্যপ্রণালী বিধি[৩৭] অনুযায়ী কমিটির কাজ হচ্ছে:

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা;
(খ) মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা;
(গ) মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা;
(ঘ) কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে এর আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা;
(ঙ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

সংবিধান[৩৮] ও কার্যপ্রণালী বিধি[৩৯] অনুযায়ী কমিটির ক্ষমতা ও এখতিয়ার নিম্নরূপ:

- কমিটি সুপারিশ করতে পারে; কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হলে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার নেই।
- কমিটি যে কোনো নথি চেয়ে পাঠানো বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু নথি না পাঠালে বা তলবকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে তাকে বাধ্য করার এখতিয়ার নেই।
- কমিটির নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে।
- কমিটি প্রয়োজন বোধে যে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।
- সংসদের কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।
- সংসদ আইনের দ্বারা কমিটিতে সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ের অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা দিতে পারে[৪০]।

---

[৩৫] অনুচ্ছেদ ৭৬(১); *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*।
[৩৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, অনুচ্ছেদ ১৮৭-২৬৬।
[৩৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২৪৮।
[৩৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬ (২), ৭৮ (৩)।
[৩৯] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২০৩, ২১৩ ও ২৪৮।

সংসদীয় কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতার প্রেক্ষিতে কমিটির সফলতা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো হচ্ছে - কমিটির গঠন, সভা, কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশ বাস্তবায়ন, কমিটির প্রতিবেদন, আলোচনার বিষয়বস্তু ইত্যাদি। দশম সংসদে মোট ৫০টি কমিটি রয়েছে।

সংসদীয় কমিটির গঠন

সংসদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকার দলীয় হুইপ কমিটির সভাপতি ও সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন যা অধিবেশনে কণ্ঠভোটে পাস হয়। একজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্যকে[৪১] একটি স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তবে কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের এবং দলীয় প্রধানের প্রাধান্য লক্ষণীয়।[৪২] হলফনামার তথ্য অনুযায়ী ৮টি কমিটিতে[৪৩] সদস্যদের (সভাপতিসহ) কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা দেখা যায় যা কার্যপ্রণালী বিধি ১৮৮-এর ২ উপবিধির লঙ্ঘন।

কমিটির কার্যক্রম

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি সভায় মিলিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে[৪৪]। দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টদশ অধিবেশন চলাকালীন বিধি অনুযায়ী ৫০টি কমিটির ন্যূনতম ৬০০টি সভা করার নিয়ম থাকলেও ৪৬টি কমিটি মোট ৯০০টি সভা করে। এর মধ্যে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ৫২টি[৪৫] সভা করে। উল্লেখ্য বিধি অনুযায়ী প্রতিমাসে নূন্যতম একটি সভা করেছে ৪২টি কমিটি, চারটি কমিটি কোনো সভা করেনি।

চিত্র ৫.৫ : সংসদীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠান (কমিটির সংখ্যা)

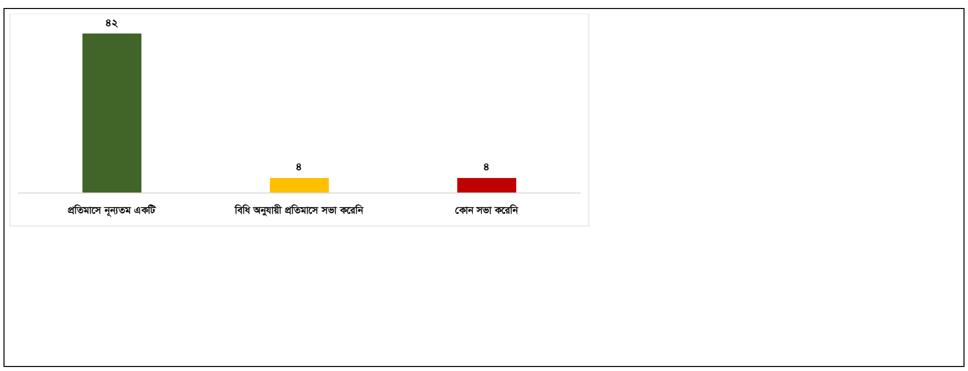

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

এই পাঁচটি অধিবেশন চলাকালীন মোট ৫০টি কমিটির মধ্যে ষোলটি কমিটির সতেরটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যার মধ্যে দশটি কমিটির ক্ষেত্রেই এগুলো তাদের প্রথম প্রতিবেদন। এগারটি কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী কমিটি সভায় সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৫৬%[৪৬]। উল্লেখ্য, ৫টি কমিটির[৪৭] প্রকাশিত প্রতিবেদনে উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বিভিন্ন কমিটির প্রদত্ত সুপারিশ পর্যবেক্ষণ করে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত সুপারিশ পাওয়া যায় -

---

[৪০]*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*,অনুচ্ছেদ ৭৬ (৩)।

[৪১]বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

[৪২] আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা:সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

[৪৩]অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগযোগ ও তথ্য মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহণ ও সেতু, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কামিটি।

[৪৪]*কার্যপ্রণালী বিধির* ২৪৮ বিধি অনুযায়ী।

[৪৫] পরিশিষ্ট ৯

[৪৬] পরিশিষ্ট ১০

- ১৫ লক্ষ শ্রমিক প্রেরণের ব্যাপারে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যাতে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় না নিতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা[৪৮]
- বিআরটিসি এর দুর্নীতি দুরীকরণে ও প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করতে ৪ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন ও ২ মাসের মধ্যে রিপোর্ট উপস্থাপন[৪৯]
- খুলনা ১৫০ মেগা পিকিং পাওয়ার প্লান্টে দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়েছে কি না তা তদন্ত করতে ৩ সদস্যের কমিটি গঠন[৫০]
- মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের অবৈধ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে ব্যবস্থা গ্রহণ[৫১]
- নাইকো দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া[৫২]
- সোনালী ও অগ্রনী ব্যাংকের দুর্নীতি অনিয়ম চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ[৫৩]
- স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিয়ম দুর্নীতি রোধকল্পে একটি সিস্টেম ও নীতিমালা স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রণয়নের সুপারিশ[৫৪]
- খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, গুদামের খাদ্য কারচুপির বিষয়ে তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তাদের বরখাস্তের সুপারিশ[৫৫]
- খাদ্য গুদামে চুরি, আত্মসাত ও দুর্নীতি রোধকল্পে জড়িত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুদন্ডের ব্যবস্থা[৫৬]
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ে বদলীর ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে অধিকতর তৎপর হতে হবে[৫৭]
- বই ছাপানো সংক্রান্ত অনিয়ম দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়া[৫৮]
- বিটিএমসি'র অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগিতায় আর,কে মিশন রোডে অবৈধ ভবন নির্মাণ ও অনিয়ম সংঘঠিত হয়েছে অনুমিত হওয়ার বিষয়টি তদন্তের জন্য বিটিএমসির চেয়ারম্যান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ[৫৯]
- তনিমা এন্টারপ্রাইজের মালিক নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের আনীত অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ [৬০]

চিত্র ৫.৬: স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের শতকরা হার (১৪ তম-১৮তম অধিবেশন)

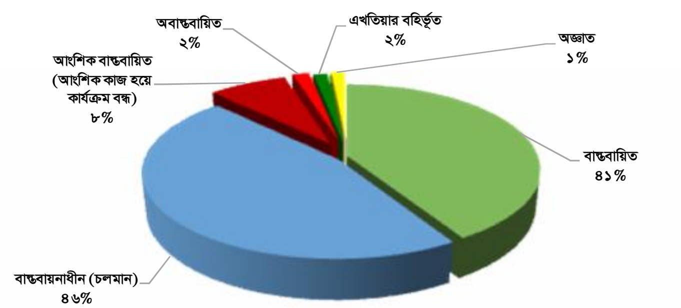

(প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী)

---

[৪৭] রেলপথ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

[৪৮] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৪

[৪৯] সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৮

[৫০] বিদ্যুত জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট- দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৯৮

[৫১] বিদ্যুত জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট- দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৯৯

[৫২] বিদ্যুত জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট- দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫০

[৫৩]অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৬৮

[৫৪]অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭,পৃষ্ঠা ৭৩

[৫৫]খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৬

[৫৬] খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭১

[৫৭] খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৮

[৫৮] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৮২

[৫৯] বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭,পৃষ্ঠা ১৪৯ (৫ম বৈঠক)

[৬০] বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭,পৃষ্ঠা ১৫৫ (৭ম বৈঠক)

কমিটি সমূহের সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা কমিটির কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় উল্লেখিত অধিবেশনের সময়ে যে সতেরটি কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয় তার তথ্য অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশের মধ্যে ৪১% বাস্তবায়িত হয়েছে (চিত্র ৫.৬)। বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তমূহের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ২৭% সুপারিশ ছিলো তদন্ত/ সাব-কমিটি গঠন; তথ্য/প্রতিবেদন উপস্থাপন প্রকাশনা/সরবরাহ/প্রচার সম্পর্কিত (চিত্র - ৫.৭)।

চিত্র ৫.৭: স্থায়ী কমিটির বাস্তবায়িত সুপারিশসমূহের বিষয় বিশ্লেষণ (শতকরা হার)

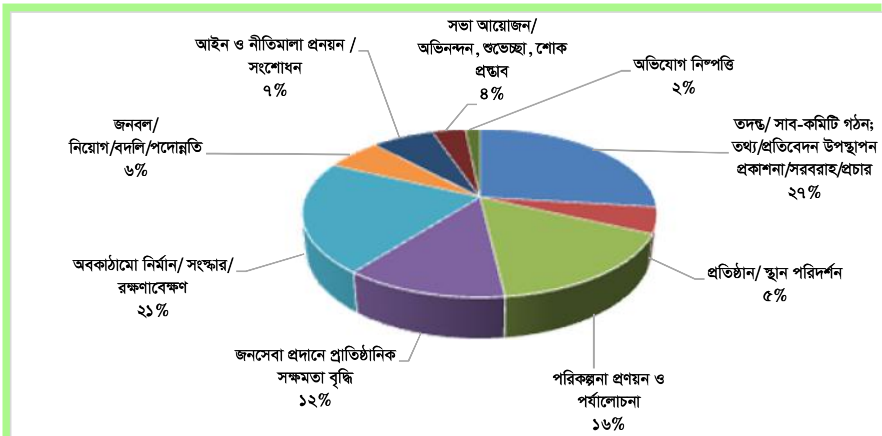

(প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী)

উল্লেখ্য, স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ ও আলোচনা

সংবিধানের ৭৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে লিখিত ভাষণ প্রদান করেন। সেই প্রথা অনুযায়ী দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবসে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মহান সংসদে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ১ ঘন্টা ০৪ মিনিট ভাষণ দেন। তিনি যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন সেগুলো হচ্ছে- যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জঙ্গিবাদ দমন, সরকারের সার্বিক সাফল্য, সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ অর্জনে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দেশে আইনের শাসন সুসংহত ও সমুন্নত রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারি পলাতক খুনীদের আইনের আওতায় আনার প্রচেষ্টা, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও হত্যা মামলার চলমান বিচার কার্যক্রম, দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য-বিনিয়োগ, খাদ্য-কৃষি, পরিবেশ-জলবায়ু,শিক্ষা,স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে সরকারের কার্যক্রম ও সাফল্য।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ব্যয়িত সময়

কার্যপ্রণালী বিধি ৩৪(২) অনুযায়ী সদস্যগণ ধন্যবাদ প্রস্তাবের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ভাষণে উল্লেখিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের দিক-নির্দেশনা সরকারকে নতুন পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করে। দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনার জন্য ২৩১ জন সংসদ সদস্য প্রায় ৬৪ ঘন্টা ১২ মিনিট বক্তব্য রাখেন যা মোট সময়ের ২৪.৭%। সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ১৯৬ জন, প্রধান বিরোধী দলের ২৪ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ১১ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যে হাউজ অব কমন্সে রাণীর ভাষণে উপস্থাপিত বিষয়ভিত্তিক দিক-নির্দেশনা নিয়ে সদস্যরা নির্ধারিত অধিবেশনের দিনগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে সংসদ নেতার বক্তব্য

সংসদ-নেতা ও প্রধানমন্ত্রী সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। বক্তব্যের প্রথমে তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবকে সমর্থনসহ মহামাণ্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হওয়ায় তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য যে দীর্ঘ লড়াই তার ইতিহাস তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী তার সমাপনী বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বেসরকারি খাতে চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি, এমএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ঘোষণা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি ২০২১ সালে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার আশা ব্যাক্ত করেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য

বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সরকারি চাকুরির বয়স সীমা বৃদ্ধি, হকারদের কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, সংসদ সদস্যদের জন্য আবাসিক প্লট বরাদ্দ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলে সামনে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতা উভয়ে প্রায় একই রকম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন।

এই আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া সদস্যদের বক্তব্য জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার (কটুক্তি, আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের

ব্যর্থতা।সদস্যদের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। এছাড়াও সুশীল সমাজ ও আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও বিভিন্ন অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয় সংশ্লিষ্ট দিক নির্দেশনা নিয়ে সদস্যদের বক্তব্যে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিরোধী দল কর্তৃক কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান ও কার্যক্রম নিয়ে সমালোচনা করতেও দেখা যায়।

জাতীয় সংসদের অভিভাবক বা নির্বাহী প্রধান বা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্পিকার। সংসদকে কার্যকর করতে স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতি মন্ডলীর সদস্যদের নির্বাচন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- সংসদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করা[৬১]
- অধিবেশন চলাকালে সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা[৬২]
- কোনো সদস্য গুরুতর বিশৃঙ্খল আচরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবিলম্বে সংসদ ত্যাগ করতে আদেশ দেওয়া[৬৩]
- বারবার ও ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদের কাজে কোনো সদস্য বাধা সৃষ্টি করে বিধিসমূহের অপব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নাম হাউজে ভোটের মাধ্যমে অধিবেশনের অনধিক অবশিষ্ট সময়ের জন্য সংসদ থেকে বহিস্কার করা[৬৪]
- সকল বৈধতার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা[৬৫]
- সংসদে বিভিন্ন বিতর্কে অবমাননাকর বা অশোভন বা সংসদ রীতি বিরোধী বা অমর্যাদাকর সকল শব্দ নিজ ক্ষমতাবলে বাতিল করা[৬৬]

বর্ণিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে জাতীয় সংসদের স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত কাজগুলো ছাড়াও স্পিকার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন; যেমন- ভোটের সময় উভয় পক্ষের ভোট সমান হলে স্পিকার কাস্টিং ভোট প্রদান করেন, তাঁর সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা তিনি রাখেন। মূলত অধিবেশন কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি স্পিকার লক্ষ রাখেন এবং বিধি অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতাবলে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

সংসদের সভাপতিত্ব

দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে স্পিকার ১৭০ ঘন্টা ৪৬ মিনিট (৬৬%), ডেপুটি স্পিকার ৮৪ ঘন্টা ৪৫ মিনিট (৩৩%) ও সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা ৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিট (১%) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। [৬৭]

সংসদে সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা

সংসদ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে সংসদ সদস্যরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে গিয়ে অসংসদীয় ভাষার (আক্রমণাত্মক, কটু ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার হতে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ও বাজেট আলোচনার ক্ষেত্রে সংসদের বাইরের ও ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে

[৬১] বিধি ১৩
[৬২] বিধি ১৪ (২,৩); বিধি ৩০৩
[৬৩] বিধি ১৫
[৬৪] বিধি ১৬
[৬৫] বিধি ১৪ (৪)
[৬৬] বাধ ৩০৩
[৬৭] পরিশিষ্ট - ৭

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন ও বিগত সরকারের ব্যর্থতার অবতারণার সময় এই অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। অন্যান্য পর্বে সদস্যদের জন্য বরাদ্দ সময় কম থাকায় সেখানে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম।

সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। বিগত প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মতো ঘটনা দশম সংসদে ঘটেনি। কিন্তু কার্যপ্রণালী বিধি ২৭০ এর ৬ উপবিধি[৬৮] লঙ্ঘন করে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন আলোচনা পর্বে সদস্যগণ মোট সময়ের ৫% অসংসদীয় ভাষার (কটুক্তি, আক্রমণাত্মক এবং অশ্লীল শব্দ) ব্যবহারে ব্যয় করেন। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা সংস্যদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করলেও স্পিকার অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের আলোচনার সময় তাঁর নীরব ভূমিকা দেখা যায়। সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় সদস্যরা সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ দল, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (বিশ্ব ব্যাংকসহ) নিয়ে সমালোচনায় অসংসদীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া বিধি অনুযায়ী (কার্যপ্রণালী বিধি ২৬৭ এর উপবিধি ২, ৪, ৮) অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রেও স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। উল্লেখ্য, অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন তাঁর নিকটবর্তী আসনের সদস্যগণ কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলার মত ঘটনা দেখা যায়।

অধিবেশনে সদস্যদের অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার রোধ করার ক্ষেত্রে স্পিকারকে রুলিং প্রদান করতে বা সদস্যদের বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করতে দেখা যায়নি। স্পিকারের দায়িত্ব অধিবেশন চলাকালে সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রেও তাঁর কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

---

[৬৮] কোনো সদস্য বক্তৃতাকালে আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিবেন না (উপবিধি-৬), দেশদ্রোহিতামূলক, রাষ্ট্রবিরোধী বা মানহানিকর উক্তি করিবেন না (উপবিধি-৭) এবং কোনো বিতর্কে অসৌজন্যমূলকভাবে কোনো সদস্যেও উল্লেখ করিবেন না এবং সংসদ - বিগর্হিত কোনো কথা বলার অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া হইবে না (উপবিধি-৯)।

বাংলাদেশের জনগণের প্রায় অর্ধেক নারী। রাষ্ট্র পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর এই অংশের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিস, আইন প্রণয়ন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়।

দশম সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ নারী সদস্যের সংখ্যা ৭২ জন। উল্লেখ্য সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে বর্তমানে আওয়ামী লীগের ৪২টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির ৬টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির ১টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ১টি আসনে সংরক্ষিত নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদে ৫ জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য

দশম সংসদে মোট ৫০টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৪৭টি কমিটিতে মোট ৬৯ জন নারী সদস্য রয়েছে (স্পিকার ব্যতিত), যাদের মধ্যে ৯ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। একটি কমিটিতে[৬৯] কোন নারী সদস্য নেই। এছাড়া আটটি কমিটির সভাপতি হিসেবে নারী সদস্য মনোনীত হয়েছেন। উল্লেখ্য, চারটি কমিটির[৭০] সভাপতি পদাধিকার বলে মাননীয় স্পিকার।

নারী সদস্যদের উপস্থিতি

এই পাঁচটি অধিবেশনে মোট কার্যদিবসের ৭৫% এর বেশী কার্যদিবসে ৪৬ শতাংশ নারী উপস্থিত ছিলেন, যেখানে পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতি ২৭ শতাংশ (চিত্র - ৮.১)। নারী সদস্যগণ উপস্থিতির ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের তুলনায় এগিয়ে আছে। একজন সরকারি দলের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য শতকরা ১০০% কার্যদিবসে সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন[৭১]।

চিত্র: ৮.১ নারী ও পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতির তুলনামূলক চিত্র (সদস্যের শতকরা হার)

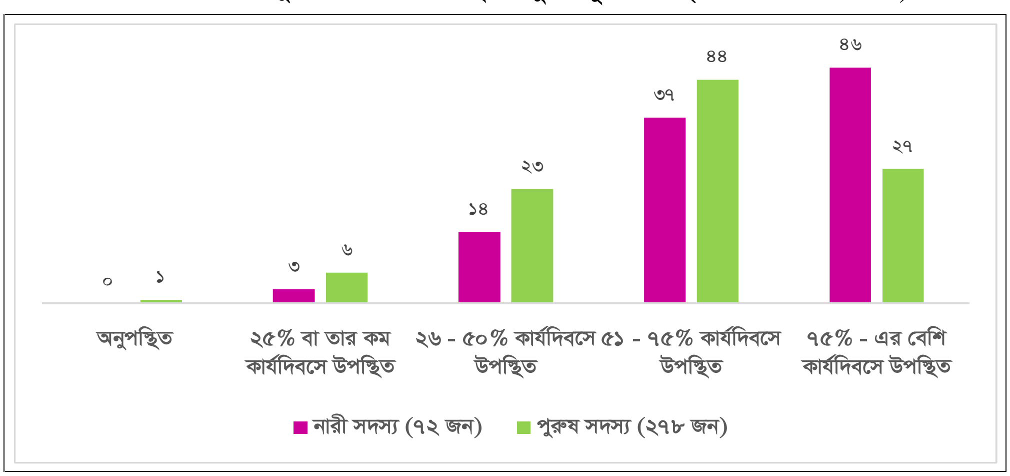

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

[৬৯] সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
[৭০] কার্য উপদেষ্টা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।
[৭১] বাংলাদেশ আসন: ৩২৩ (সংরক্ষিত আসন-২৩)

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে দুইজন নারী সদস্য (সংরক্ষিত আসন) ৮টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ২৯ জন নারী সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন যার অধিকাংশই (২৪ জন) সংরক্ষিত আসনের সদস্য। ৪১টি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল সর্বোচ্চ (৬টি) সংখ্যক।

আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ

আইন প্রণয়ন জাতীয় সংসদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ যা সংসদের সদস্যদের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছণীয়। দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে দুইজন নারী সদস্য[৭২] (প্রধান বিরোধী দলের সংরক্ষিত আসন) বিলের ওপর আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন যেখানে তারা প্রায় ৫১ মিনিট সময় নেন।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ

৭১ বিধিতে ৬ জন নারী সদস্য (সংরক্ষিত আসন) ৬টি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। তবে ৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ১৬ জন নারী সদস্য (১৫ জন সংরক্ষিত আসন) ৩৫টি নোটিসের (৩৪টি সরকারি, ১টি প্রধান বিরোধী) ওপর আলোচনায় অংশ নেন। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক।

অন্যান্য আলোচনায় অংশগ্রহণ

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৪৯ জন নারী সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। এদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের সদস্য ৩৯ জন। এই পর্বের আলোচনায় সদস্যরা প্রায় ১০ ঘন্টা ৫৩ মিনিট সময় বক্তব্য দেন। মূল বাজেট আলোচনায় ৪১ জন (৩০ জন সংরক্ষিত আসন) নারী সদস্য বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনির্ধারিত আলোচনায় ১৬ জন নারী সদস্য অংশ নেন। সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের আলোচনায় ১১ জন নারী সদস্য অংশ নেন যাদের সকলেই সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য। সাধারণ আলোচনা পর্বে ১৫ জন নারী সদস্য (নয়জন সংরক্ষিত আসন) অংশ নেন।

দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে বিভিন্ন পর্বে নারী সদস্যগণ নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সংসদে তাদের বক্তব্য উত্থাপন করেন। নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে দশম সংসদের সপ্তদশ অধিবেশন একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পর্বে নারী সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় উত্থাপিত হতে দেখা যায় নি। জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে নারী স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন সম্পর্কিত ৪টি নোটিস উত্থাপন করা হয় এবং ১টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী বিষয়ক ২৬টি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, যা মোট প্রশ্নের ১০%। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত প্রশ্নের বিষয় ছিল প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়ন, ঋণ/অনুদান বিতরণ, অবকাঠামো স্থাপন, নির্যাতন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি, নারীদের সার্বিক উন্নয়ন এবং নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত। (চিত্র ৮.২)

চিত্র ৮.২: বিভিন্ন পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত অলোচ্য বিষয়সমূহ (সংখ্যা) (দৃষ্টান্তঃ সপ্তদশ অধিবেশন)

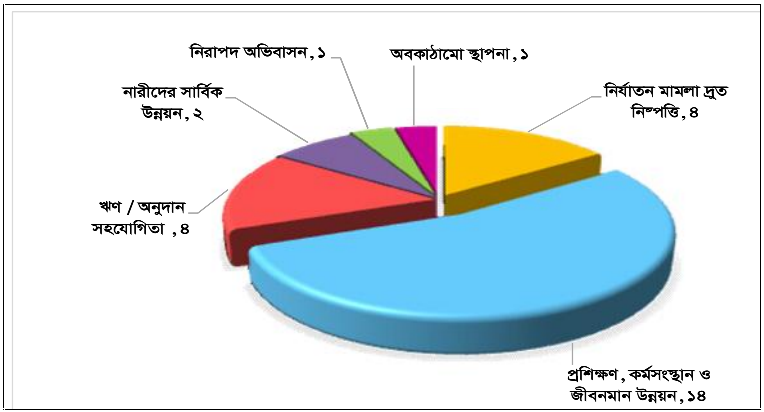

[৭২] বাংলাদেশ আসনঃ ৩৪৪, ৩৪৭ (সংরক্ষিত আসন-৪৪, ৪৭)

সার্বিকভাবে দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে সংসদীয় কার্যক্রমে নারী ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারী সদস্যগণ এই পাচঁটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকলেও আইন প্রণয়ন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে কম। (চিত্র: ৮.৩)

চিত্র: ৮.৩ সংসদীয় কার্যক্রমে নারী ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণের তুলনামূলক চিত্র (সদস্যের শতকরা হার)

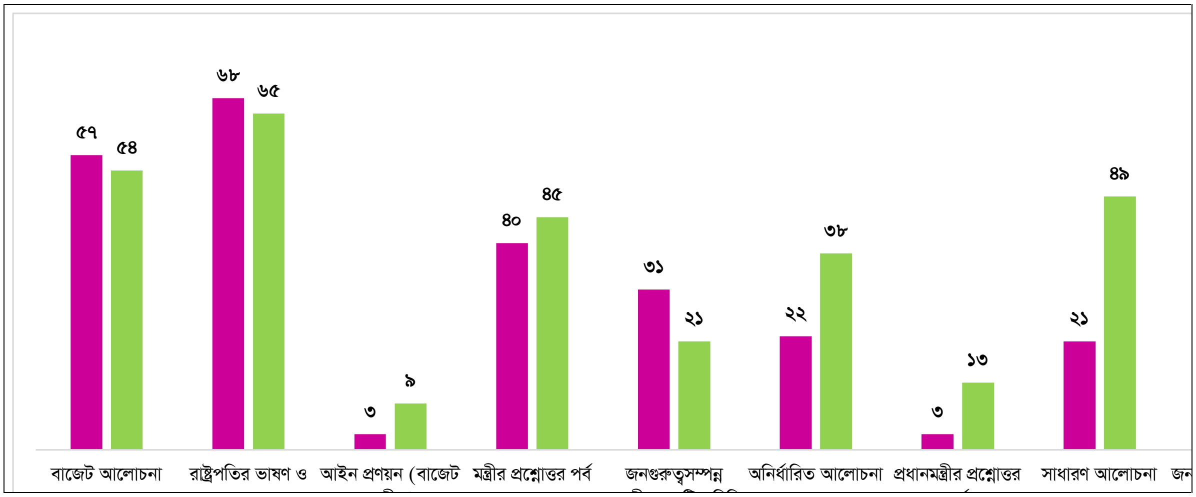

বিভিন্ন আলোচনা পর্বের কোনো না কোনো পর্বে স্পিকার ব্যতিত মোট ৬৩ জন নারী সদস্য (৪৭ জন সংরক্ষিত আসন, নয়জন প্রধান বিরোধী) অংশগ্রহণ করেন। সর্বোচ্চ নয়টি পর্বে একজন নারী সদস্য[৭৩] (সংরক্ষিত), সর্বোচ্চ আটটি পর্বে দুইজন নারী সদস্য[৭৪] (সংরক্ষিত) অংশ নেন। নারী সদস্যের উপস্থিতি পুরুষ সদস্যের তুলনায় বেশী হলেও সংসদীয় আলোচনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও অনুল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় অন্যান্য সদস্যদের মতো নারী সদস্যগণও অশালীন ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করে বক্তব্য রেখেছেন; এক্ষেত্রেও স্পিকারকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

[৭৩] বাংলাদেশ আসন: ৩৩০ (সংরক্ষিত আসন-৩০)

[৭৪] বাংলাদেশ আসন: ৩৪২, ৩৪৩ (সংরক্ষিত আসন-৪২, ৪৩)

উপসংহার ও সুপারিশমালা

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে একটি সংকটময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝে নবম সংসদের পাঁচ বছর পূর্তির পূর্বে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার শরীক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (৮১%) ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রীসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা এবং সরকার দলের নেতা ও জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পক্ষ থেকেও তাদের এই সহাবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদন দেওয়ায় প্রধান বিরোধী দলকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে প্রথম থেকেই। নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন থেকে শুরু করে দশম সংসদের প্রায় চার বছরের কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের আত্ম-পরিচয় সংকটের কারণে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার দলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার, সরকারে তাদের দ্বৈত অবস্থান উল্লেখযোগ্য। বিরোধী সদস্যগণ আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করলেও তাদের প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে দেখা যায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থিক অনিয়ম নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা যায়। সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের নিজ দলের আত্ম-পরিচয় সংকট সম্পর্কে উল্লেখ করতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রধান বিরোধী একজন সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "জনগণ আমাদের বিরোধী দল মনে করে না। মনে করবেই বা কি করে? আমরা কথা বলতে পারি না।" অন্য একজন প্রধান বিরোধী সদস্য স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন "আমরা সরকারি দলও না বিরোধী দলও না। এটি আপনিও জানেন, আমরাও জানি। এভাবে দেশ চলতে পারে না।" প্রধান বিরোধী দলের সভাপতিকে ২০১৪ সালে ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগ সম্পর্কিত সরকারি গেজেট প্রকাশিত হলেও বিশেষ দূত হিসেবে অর্পিত দায়িত্বের বিবরণের (ToR) কোনো প্রজ্ঞাপন বা কোনো দাপ্তরিক নির্দেশনা পাওয়া যায় নি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যমতে বিশেষ দূত হিসেবে কিছু দায়িত্বের উল্লেখ রয়েছে - আধুনিক মুসলিমপ্রধান গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এবং এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ঐতিহ্য বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়া; মধ্যপ্রাচ্যের জনশক্তি রপ্তানি বাজারের প্রসারে প্রভাবকের ভূমিকা পালন ইত্যাদি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিশেষ দূত হিসেবে সরকারি প্রটোকল (নিরাপত্তা, গাড়ি, সচিব ইত্যাদি) প্রাপ্তি; বিশেষ ভাতা (মন্ত্রী পদমর্যাদার সমতুল্য) ও অন্যান্য খাত বাবদ (স্বাস্থ্যসেবা, ইনস্যুরেন্স, বিদেশ ভ্রমণ, টেলিফোন বিল ইত্যাদি) মাসে গড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারি ব্যয় করা হয়। এই সময়ে বিভিন্ন দেশে (চীন, ভারত, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, ভুটান ইত্যাদি) ব্যক্তিগত সফর করলেও বিশেষ দূত হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। সংসদে মোট ১৮টি অধিবেশনে (৩২৭ কার্যদিবস) উপস্থিতি ৭৯ কার্যদিবস (২৪%)। সরকারের বিভিন্ন কাজের দৃশ্যত কঠোর সমালোচনা, দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে দলীয় ফোরামে এবং জনসভায় বক্তব্য দিতে দেখা গেলেও সংসদীয় কার্যক্রমে এ সকল ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকার ঘাটতি, বরং সংসদে দলের আত্মপরিচয় সংকট সম্পর্কিত বক্তব্য প্রদান লক্ষণীয়। সার্বিকভাবে তারা সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার এবং প্রতিটি বিল পাসের গড় সময় তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের হার পূর্বের মতই কম। জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস উত্থাপন করে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলের বক্তব্যে আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির উল্লেখসহ বাজেটে প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর গঠনমূলক সমালোচনার মতো ইতিবাচক বিষয়ও লক্ষণীয়।

সারণি ১০.১: অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হল

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (২০০১ - ২০০৫)	নবম সংসদ (২০০৯ - ২০১৩)	দশম সংসদ (২০১৪-২০১৭ চলমান)
প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল	২ ঘন্টা ৫৪ মিনিট	৩ ঘন্টা ১৭ মিনিট	৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি	৫৫%	৭৭%	৮৮%
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়ের হার	১০%	৯.৫%	৯%
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	৩৪ মিনিট	২৮ মিনিট	৩৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট	২৫ *মিনিট*	৩২ *মিনিট*	৩০ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	২টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, ১টি কমিটিতে অন্যান্য বিরোধী সদস্য	মাত্র একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
বিরোধী দলে ওয়াকআউট	৭ বার	১৪ বার	ওয়াকআউট করেন নি
প্রধান বিরোধী দল/জোটের সংসদ বর্জন	৮৩% কার্যদিবস	৮৩% কার্যদিবস	বর্জন করেন নি

অন্যদিকে কোরাম সংকট, আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ হওয়ার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। আইন প্রণয়নে সদস্যদের বিশেষ করে সরকার দলীয় সদস্যদের কম অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যত্যয় এখনও বিদ্যমান। অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে এবং গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়। নারী সদস্যের উপস্থিতি পুরুষ সদস্যের তুলনায় বেশী হলেও আলোচনায় অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপিত হয় নি। বিরোধী সদস্যগণের মতামত ও প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় নি। তাছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা থাকা, সুপারিশসমূহ অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া এবং সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত ও কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ লক্ষণীয়। সর্বোপরি সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনে প্রধান বিরোধী দলের তথা সংসদের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

অষ্টম ও নবম সংসদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করলেও দশম সংসদে এখনও এ ধরনের চর্চা দেখা যায়নি। এছাড়া বিরোধী দলীয় সদস্যগণ ওয়াকআউট না করার মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। এই পাঁচটি অধিবেশনে সংসদীয় কার্যক্রমে যেমন - বাজেট বিষয়ক সমালোচনার ক্ষেত্রে সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের সীমিত চর্চা দেখা গেলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণেও বলা হয় - "সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। সংসদে দলীয় অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা তাদের নেই। এমনকি যদি দলীয় সিদ্ধান্ত ভুলও হয়, তাহলেও নয়। তারা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে জিম্মি।"

কোনো কোনো সদস্যকে জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। দশম সংসদের প্রথম এক বছর ধরে পালিয়ে থাকার পর অনুপস্থিতির ৬৫তম কার্যদিবসে সরকার দলীয় সদস্য সংসদে এসে হাজিরা খাতায় সাক্ষর করেন কিন্তু অধিবেশনে যোগ দেননি, পরবর্তী বছর (২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) মাত্র একটি কার্যদিবসে সেই সদস্য হাজিরা খাতায় সাক্ষর দিতে এলেও কোনো আলোচনা পর্বে অংশ নেননি। উল্লেখ্য তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং পলাতক ছিলেন, পরে গ্রেপ্তার হয়ে এখন কারাগারে আছেন। ২০১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই আসন শূন্য রয়েছে। এই সদস্য সম্পর্কে সংসদ অধিবেশনে তেমন আলোচনা হতেও দেখা যায়নি[৭৫]।

[৭৫] দৈনিক *প্রথম আলো, ৮ জুলাই, ২০১৫; দৈনিক যুগান্তর, ৭ জুলাই, ২০১৫।*

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

সদস্যদের অংশগ্রহণ

১. নবম সংসদে কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাপেক্ষে পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে বিধি অনুযায়ী স্পিকারকে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

৩. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে আস্থা/অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের ভোট দেওয়ার বিধান থাকবে।

৪. আইন প্রণয়নে বিরোধী দলের যৌক্তিক প্রস্তাবসমূহ সরকারি দলকে বিবেচনায় আনতে হবে।

৫. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৬. পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে, আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিলসমূহ সংসদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে।

কমিটি কার্যকর করা

৬. বিধি অনুযায়ী কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

৭. সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কমিটির কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে।

৮. কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত *(প্রস্তাব - ছয়মাসে অন্তত ১টি)* প্রকাশ করতে হবে।

৯. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিসহ সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এক-তৃতীয়াংশ কমিটিতে বিরোধী দলীয় সদস্যকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে।

১০. কমিটির সুপারিশসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

১২. সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও এ সকল তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৩. জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বিস্তারিত সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৪. সংরক্ষিত আসনসহ সকল নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হলফনামা সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

তথ্য সহায়িকা:

- সংসদ অধিবেশনের প্রকাশিত বুলেটিন এবং স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনসমূহ।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- ফজলুল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- মাহমুদ, ত, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১০।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১২।
- আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

পরিশিষ্ট ১: চর্তুদশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের ব্যাপ্তিকাল

অধিবেশন	চর্তুদশ অধিবেশন	পঞ্চদশ অধিবেশন	ষষ্ঠদশ অধিবেশন	সপ্তদশ অধিবেশন	অষ্টাদশ অধিবেশন
অধিবেশন শুরু	২২ জানুয়ারি ২০১৭	০২ মে ২০১৭	৩০ মে ২০১৭	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১২ নভেম্বর ২০১৭
অধিবেশন শেষ	১১ মার্চ ২০১৭	০৮ মে ২০১৭	১৩ জুলাই ২০১৭	১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭	২৩ নভেম্বর ২০১৭
মোট কার্য দিবস	৩২ দিন	৫ দিন	২৪ দিন	৫ দিন	১০ দিন

পরিশিষ্ট ২: চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের পাসকৃত আইনসমূহ

ক্রমিক নং	বিলের নাম	মন্ত্রণালয়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
১	ক্যাডেট কলেজ বিল, ২০১৭	প্রতিরক্ষা	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৫/১০/১৬	৩০/০১/১৭
২	বাংলাদেশ জীববৈচিত্র বিল, ২০১৭	পরিবেশ	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৭/০৭/১৬	৩১/০১/১৭
৩	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৭	বিমান	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০৭/১৬	০৬/০২/১৭
৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বিল, ২০১৭	পল্লী উন্নয়ন	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৮/০৯/১৬	০৭/০২/১৭
৫	পাট বিল, ২০১৭	পাট	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৪/০৫/১৬	১৪/০২/১৭
৬	বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল বিল আইন, ২০১৬	মহিলা	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/১২/১৬	২৭/০২/১৭
৭	ব্যাটালিয়ান আনসার (সংশোধন) বিল, ২০১৭	স্বরাষ্ট্র	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৯/০২/১৭	২৮/০২/১৭
৮	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিল, ২০১৬	পরিকল্পনা	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/১২/১৬	০১/০৩/১৭
৯	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিল, ২০১৭	শিক্ষা	কণ্ঠভোটে নাকচ	১২/০২/১৭	০৭/০৩/১৭
১০	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বিল, ২০১৭	নৌ	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৯/০১/১৭	০৮/০৩/১৭
১১	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিল, ২০১৭	কৃষি	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩০/০১/১৭	০৭/০৩/১৭
১২	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) বিল, ২০১৭	কৃষি	কণ্ঠভোটে নাকচ	৩০/০১/১৭	০৭/০৩/১৭
১৩	নির্দিষ্টকরণ (সম্পুরক) বিল আইন, ২০১৭	অর্থ	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৬/০৬/১৭	০৬/০৬/১৭
১৪	অর্থ বিল, ২০১৭	অর্থ	কণ্ঠভোটে নাকচ	০১/০৬/১৭	২৮/০৬/১৭
১৫	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১৭	অর্থ	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৯/০৬/১৭	২৯/০৬/১৭

ক্রমিক নং	বিলের নাম	মন্ত্রণালয়	জনমত যাচাই ও বাছাই প্রস্তাব	উত্থাপন ও কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	গৃহীত হওয়ার তারিখ
১৬	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৭	কৃষি	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৩/১৭	১০/০৭/১৭
১৭	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিল, ২০১৭	যোগাযোগ	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৬/০২/১৭	১১/০৭/১৭
১৮	বেসামরিক বিমান চলাচল বিল, ২০১৭	বিমান	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৩/০৫/১৭	১১/০৭/১৭
১৯	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৭	কৃষি	কণ্ঠভোটে নাকচ	০৮/০৩/১৭	১২/০৭/১৭
২০	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 201	আইন	কণ্ঠভোটে নাকচ	২৫/০১/১৭	১২/০৯/১৭
২১	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল বিল, ২০১৭	ভূমি	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৭/১৭	১৪/০৯/১৭
২২	বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিউট বিল, ২০১৭	কৃষি	কণ্ঠভোটে নাকচ	১৫/০৬/১৭	১৩/১১/১৭
২৩	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন বিল, ২০১৭	বিজ্ঞান	কণ্ঠভোটে নাকচ	১১/০৬/১৭	১৫/১১/১৭
২৪	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেচ্ছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০১৭	শিক্ষা	কণ্ঠভোটে নাকচ	১০/০৯/১৭	২০/১১/১৭

পরিশিষ্ট ৩: প্রশ্নোত্তর পর্বে সরাসরি উত্তর প্রদান (১৪- ১৮ তম অধিবেশন পর্যন্ত)

অধিবেশন	মোট কার্য দিবস	প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব (কার্যদিবস)	মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব (কার্যদিবস)
১৪ তম	৩২	১	৭
১৫ তম	০৫	১	৪
১৬ তম	২৪	২	৬
১৭ তম	০৫	১	৩
১৮ তম	১০	২	৯
মোট কার্যদিবস	**৭৬**	**৭**	**২৯**

পরিশিষ্ট ৪: মন্ত্রীদের সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রশ্নের সংখ্যা [১৪ থেকে ১৮তম অধিবেশন]

	মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রশ্ন সংখ্যা	শতকরা হার
১.	জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়	১	০.৫৫
২.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ	১৩	৭.১৪

৩.	অর্থ	১১	৬.০৪
৪.	কৃষি	৬	৩.৩০
৫.	বস্ত্র ও পাট	৩	১.৬৫
৬.	আইন, বিচার ও সংসদ	৩	১.৬৫
৭.	পরিকল্পনা	৫	২.৭৫
৮.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ	১	০.৫৫
৯.	স্বরাষ্ট্র	১০	৫.৪৯
১০.	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৬	৮.৭৯
১১.	শ্রম ও কর্মসংস্থান	১	০.৫৫
১২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৫	২.৭৫
১৩.	ভূমি	৫	২.৭৫
১৪.	তথ্য	৪	২.২০
১৫.	সমাজকল্যাণ	১	০.৫৫
১৬.	শিল্প	৯	৪.৯৫
১৭.	পানিসম্পদ	১০	৫.৪৯
১৮.	বিমান ও পর্যটন	১	০.৫৫
১৯.	দুর্যোগ ও ত্রাণ	৫	২.৭৫
২০.	খাদ্য	২	১.১০
২১.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৫	২.৭৫
২২.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৫	২.৭৫
২৩.	শিক্ষা	৬	৩.৩০
২৪.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১৫	৮.২৪
২৫.	নৌ-পরিবহন	১	০.৫৫
২৬.	পরিবেশ ও বন	১	০.৫৫
২৭.	রেলওয়ে	৪	২.২০
২৮.	সড়ক ও সেতু	১০	৫.৪৯
২৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	১	০.৫৫
৩০.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১	০.৫৫
৩১.	যুব ও ক্রীড়া	৮	৪.৪০
৩২.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	১	০.৫৫
৩৩.	মহিলা ও শিশু	৭	৩.৮৫
৩৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫	২.৭৫
	মোট	১৮২	১০০

পরিশিষ্ট ৫: ৭১ বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা

	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট প্রশ্ন সংখ্যা	শতকরা হার
১.	অর্থ	২	৭.৪১
২.	কৃষি	১	৩.৭০

৩.	পরিকল্পনা	১	৩.৭০
৪.	স্বরাষ্ট্র	১	৩.৭০
৫.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	১	৩.৭০
৬.	ভূমি	১	৩.৭০
৭.	শিল্প	১	৩.৭০
৮.	পানিসম্পদ	১	৩.৭০
৯.	বাণিজ্য	১	৩.৭০
১০.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৭	২৫.৯৩
১১.	শিক্ষা	৪	১৪.৮১
১২.	নৌ-পরিবহন	২	৭.৪১
১৩.	পরিবেশ ও বন	১	৩.৭০
১৪.	সড়ক ও সেতু	১	৩.৭০
১৫.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২	৭.৪১
	মোট	**২৭**	**১০০**

পরিশিষ্ট ৬: ৭১(ক) বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা

	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট প্রশ্ন সংখ্যা	শতকরা হার
১.	বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	৩	১.২৭
২.	অর্থ	৭	২.৯৫
৩.	কৃষি	২	০.৮৪
৪.	আইন, বিচার ও সংসদ	৪	১.৬৯
৫.	পরিকল্পনা	৪	১.৬৯
৬.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ	৫	২.১১
৭.	স্বরাষ্ট্র	১২	৫.০৬
৮.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	৩৩	১৩.৯২
৯.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	১	০.৪২
১০.	ভূমি	৫	২.১১
১১.	তথ্য মন্ত্রনালয়	৪	১.৬৯
১২.	শিল্প	৩	১.২৭
১৩.	পানিসম্পদ	২১	৮.৮৬
১৪.	বাণিজ্য	৪	১.৬৯
১৫.	বিমান ও পর্যটন	৩	১.২৭
১৬.	দুর্যোগ ও ত্রাণ	৯	৩.৮০
১৭.	খাদ্য	৩	১.২৭
১৮.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৩	১.২৭
১৯.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	২৮	১১.৮১
২০.	শিক্ষা	২১	৮.৮৬
২১.	মৎস্য ও পশুসম্পদ	২	০.৮৪
২২.	নৌ-পরিবহন	৬	২.৫৩
২৩.	পরিবেশ ও বন	৫	২.১১
২৪.	রেলওয়ে	১০	৪.২২

২৫.	**সড়ক ও সেতু**	৩২	১৩.৫০
২৬.	**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক**	২	০.৮৪
২৭.	**যুব ও ক্রীড়া**	১	০.৪২
২৮.	**গৃহায়ন ও গণপূর্ত**	২	০.৮৪
২৯.	**ধর্ম**	১	০.৪২
৩০.	**মহিলা ও শিশু**	১	০.৪২
৩১.	**মোট**	**২৩৭**	**১০০**

পরিশিষ্ট ৭ : সংসদের স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব পালন (চর্তুদশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত)

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
চর্তুদশ	৬২ ঘন্টা ৫২ মিনিট (৬০%)	৪০ ঘন্টা ২২ মিনিট (৩৯%)	০১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট (১%)	১০৪ ঘন্টা ০৮ মিনিট
পঞ্চদশ	১১ ঘন্টা ৪৪ মিনিট (৮৫%)	০২ ঘন্টা ০৭ মিনিট (১৫%)	-	১৩ঘন্টা ৩১ মিনিট
ষষ্ঠদশ	৫৫ ঘন্টা ৩৮ মিনিট (৬০%)	৩৩ ঘন্টা ৫০ মিনিট (৩৭%)	৩ ঘন্টা ০১ মিনিট (৩%)	৯২ ঘন্টা ২৯ মিনিট
সপ্তদশ	১২ ঘন্টা ২৪ মিনিট (৭১%)	৫ ঘন্টা ০৫মিনিট (২৯%)	-	১৭ ঘন্টা ২৯ মিনিট
অষ্টাদশ	২৭ ঘন্টা ৫৮ মিনিট (৮৯%)	৩ ঘন্টা ৩১ মিনিট (১১%)	-	৩১ ঘন্টা ২৯ মিনিট
মোট	**১৭০ ঘন্টা ৪৬ মিনিট (৬৬%)**	**৮৪ ঘন্টা ৪৫ মিনিট (৩৩%)**	**৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিট (০১%)**	**২৬০ ঘন্টা ০৮ মিনিট (১০০%)**

পরিশিষ্ট ৮: মূলতবি প্রস্তাবের বিষয়সমূহ (১৪-১৮ তম অধিবেশন)

১. বন্ড সুবিধার অপব্যবহারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গে।

২. ঢাকার নন্দীপাড়াস্থ সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারকে রক্ষাকল্পে ঢাকাস্থ জয়কালী মন্দির ভূমি অফিস, ডেমরা সার্কেল এসিল্যান্ড আব্দুল মালেক ও তার অফিস স্টাফ দেলোয়ার হোসেন তালুকদারের বিরদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহন প্রসঙ্গে ।

৩. কুরিয়ার সার্ভিসে হুন্ডি অর্থ পাচার, দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকি রোধকরণ প্রসঙ্গে।

৪. অর্থ লোপাটের রামরাজত্ব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সরকারের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি প্রসঙ্গে।

৫. সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাদকাসক্ত ছেলেদের কর্তৃক নারীদের ধর্ষণ ও পরবর্তীতে হত্যার মত জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে প্রসঙ্গে।

পরিশিষ্ট ৯: দশম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহের জানুয়ারী - ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	**জানুয়ারী - ডিসেম্বর ২০১৭**
১.	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	১৪
২.	সংসদ কমিটি	৯
৩.	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০
৪.	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	জানুয়ারী - ডিসেম্বর ২০১৭
৫.	বেবসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	০
৬.	পিটিশন কমিটি	২
৭.	লাইব্রেরী কমিটি	০
৮.	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫২
৯.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	১৮
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	৩
১১.	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	২৮
১২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩১
১৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬
১৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪
১৫.	স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩
১৬.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২২
১৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৮
১৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৪
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৪
২০.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৭
২১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৪
২২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩
২৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৮
২৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৯
২৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১
২৬.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৭
২৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩
২৮.	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৮
২৯.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২
৩০.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬
৩১.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৩
৩২.	সড়ক, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৮
৩৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৯
৩৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩১
৩৫.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬
৩৬.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২২
৩৭.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩০
৩৮.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	জানুয়ারী - ডিসেম্বর ২০১৭
৩৯.	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৫
৪০.	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩
৪১.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২২
৪২.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৯
৪৩.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৯
৪৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০
৪৫.	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২২
৪৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩
৪৭.	পার্বত্য চট্ট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬
৪৮.	রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭
৪৯.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৭
৫০.	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬
	সর্বমোট	**৯০০**

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

পরিশিষ্ট ১০: একাদশ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির হার (১৪-১৮তম অধিবেশন)

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	সার্বিক গড় উপস্থিতি (%)
১.	পানিসম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৩
২.	বাণিজ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০
৩.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৩
৪.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৭
৫.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫০
৬.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৭
৭.	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৯
৮.	বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৬
৯.	মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রনালয়সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪২
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	৭০
১১.	সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	৫৩
	সার্বিক গড়	**৫৬**